AGOMONI

1
9
9
8

১
৪
০
৫

আগমনী

AGOMONI

Volume # 19, 1998

Published by: BICHITRA,
The Bengali Association of Manitoba Inc.
Winnipeg, Manitoba.

Editor: Soubhik Maiti

Cover: The Illustration on the cover page and opposite page depict the facial expression of Goddess Durga.

Special thanks from the editor to:

- Pradip K. Maiti for helping with the organization of the magazine
- Sikha Maiti for her help scribing the Bengali script
- The members who contributed literary works
- The organizations who provided advertisements
- Members of BICHITRA for their support

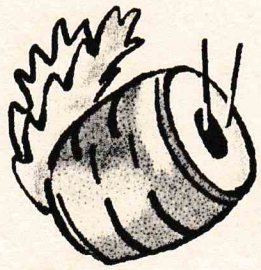

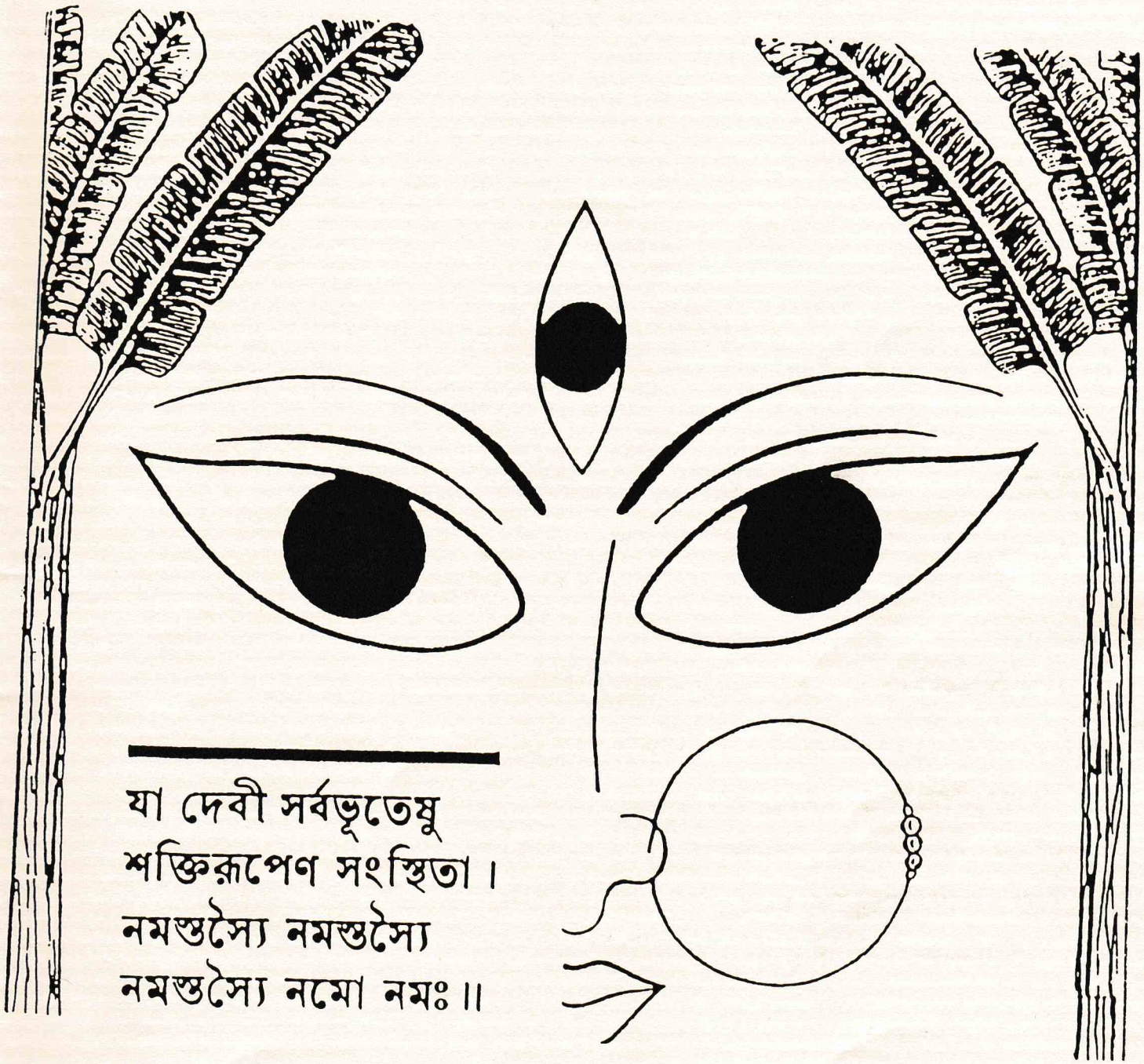

যা দেবী সর্বভূতেষু
শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

আগমনী

১৪০৫

বাং ১৪০৫ ওয়াশিংটনে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় ইং 1998

(ওয়াশিংটন ষ্ট্যান্ডার্ড সময়ে)

ভারতীয় ষ্ট্যান্ডার্ড সময়ে প্রদত্ত তিথ্যন্ত কালের সহিত ১০ ঘন্টা ৩০ মিনিট বিয়োগ করিলে ওয়াশিংটনে স্থানীয় ষ্ট্যান্ডার্ড সময়ে তিথ্যন্তের সময় পাওয়া যাইবে। ভারতে যখন ষ্ট্যান্ডার্ড সময়ে বেলা ১২টা, ওয়াশিংটনে তখন পূর্বরাত্রি ১টা ৩০মিঃ (ওয়াশিংটনের ষ্ট্যান্ডার্ড সময়ে)।

২৬শে সেপ্টেম্বর, শনিবার–

সূর্যোদয় ঘ ৬।৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৯, পূর্বাহ্ণ ঘ ১০।৩। ষষ্ঠী রা ঘ ২।০। পূর্বাহ্ণ মধ্যে ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ প্রশস্ত। সায়ংকালে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

২৭শে সেপ্টেম্বর, রবিবার–

সপ্তমী শেষ রা ঘ ৪।৬। পূর্বাহ্ণ মধ্যে দেবীর সপ্তমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।

২৮শে সেপ্টেম্বর, সোমবার–

অষ্টমী শেষ রা ঘ ৪।৩৫। পূর্বাহ্ণ মধ্যে দেবীর মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। রা ঘ ১১।৩৮ গতে ১২।২৬ মধ্যে দেবীর অর্দ্ধরাত্র বিহিত পূজা। শেষ রা ঘ ৪।১১ গতে সন্ধিপূজারম্ভ, শেষ রা ঘ ৪।৩৫ গতে বলিদান, শেষ রা ঘ ৪।৫৯ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন।

২৯শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার–

নবমী শেষ রা ঘ ৪।৪৯। পূর্বাহ্ণ মধ্যে দেবীর মহানবমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।

৩০শে সেপ্টেম্বর, বুধবার–

দশমী শেষ রা ঘ ৪।১৬। পূর্বাহ্ণ মধ্যে দশমী বিহিত পূজা ও বিসর্জন।

বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা। ॥ বিজয়া দশমীকৃত্য ॥

আমরা তিন দিন ধরিয়া দুর্গাপূজা করি যাহাতে দুর্গাপূজার আনন্দ এবং বিশুদ্ধতা বজায় থাকে, পাঞ্জিকাতে কলিকাতার যে পূজার সময় দেওয়া আছে, সেই সময় মত পূজা করিতে গেলে আমাদের পূজাও সকাল ৯টার ভিতর শেষ করা উচিত।

কলিকাতার সময় মত পূজা হয় বেলুর মঠে—ওরা ভোর ৪-৩০ হইতে পূজা আরম্ভ করেন, এছাড়া কিছু ব্যক্তিগত পূজা হয় ঐমতে। আমাদের টইনিগেগো প্রথম হইতে কলিকাতার পূজার সময়ে পূজা হইত। ইহাতে কোন কোন বছর এমন হইয়াছে যে, সপ্তমীর পূজা অষ্টমীতে অষ্টমীর পূজা নবমীতে, এবং নবমীর পূজা দশমী তিথিতে হইয়াছে।

এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ইং ১৯৯৩ এবং বাং ১৪০০ সনে দুর্গাপূজার পূর্বে শ্রীচিত্ত ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে দুর্গা পূজার কার্য্য নির্বাহক সমিতির সমাবেশ হইয়াছিল, তাহাতে উপস্থিত সকলে একমত হইয়া ওয়াশিংটনের দুর্গা পূজার সময় অনুযায়ী আমাদের টইনিগেগোও দুর্গাপূজা করিতে রাজী হইয়াছিলেন। ওয়াশিংটনের সময়ও কলিকাতার পঞ্জিতগন নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ওয়াশিংটনের সময় অনুযায়ী টরন্টো কালী বাড়ীর পূজাও চলিয়া আসিতেছে।

দুর্গাপূজো তিথির সময় অনুযায়ী হওয়া উচিত। ইহা ব্যতিত তিনদিন ধরিয়া পূজা করিবার অর্থ হয়না। তাই আমরাও ওয়াশিংটনের পূজার সময় অনুযায়ী ১৯৯৩ সন হইতে টইনিগেগোর পূজা করিয়া আসিতেছি।

Durga Puja Program 1998

Saturday, September 26, 1998
Maha Shashti
5:00pm – 8:00 pm
Bodhan
Amantran
Puja
Pushpanjali
Prasad Bitaran

Sunday, September 27, 1998
Maha Saptami
9:00am-2:00pm
Puja
Arati
Pushpanjali
Prasad Bitaran
7:00pm-9:00pm
Sandhya Arati
Pushpanjali
Cultural Program
Dinner

Monday, September 28, 1998
Maha Asthami
9:00am-2:00pm
Puja
Arati
Pushpanjali
7:00pm-9:00pm
Sanhya Arati
Pushpanjali
Cultural Programme
Dinner
Sandhi Puja *(TBA)*

Tuesday, September 29, 1998
Maha Nabami
9:00am – 2:00pm
Puja
Arati
Pushpanjali
Prasad Bitaran
Yagna
7:00pm-9:00pm
Sandhya Arati
Pushpanjali
Cultural Program
Dinner

Wednesday, September 30,1998
Vijoya Dashami
7:00am-12:00pm
Puja
Pushpanjali
Bisorjan
Prosad Bitaran
Sindur Utsav

Sunday, October 4, 1998
Kojagari Laxmi Puja
7:00pm-11:00pm
Puja
Sandhya Arati
Prasad Bitaran
Dinner

-Please confirm all times at the temple bulletin board or phone 774-9197

Puja Committee 1998

President, BICHITRA	Pradip K. Maiti
Chairperson	Sumita Biswas
Priest	Sujit Chakarborty
Decoration	Rubena Sinha Prabir Mitra
Agomoni Publication	Soubhik Maiti Sikha Maiti
Puja Arrangement	Archana Ghosh Bhramar Mukherjee Ashoka Biswas Ratna Bose Ranen N. Sinha
Cultural Program	Krishna Bal Tuntun Sarkar
Food Committee	Joya Roy Kalpana Mitra
Fund Raising	
Advertisement	Pradip K. Maiti Sumita Biswas
Collection in Temple	Ashok Sarkar Alok Sarker
Treasurer	Shantanu Banerjee
Puja Groceries & Supplies	Asim Roy
Transportation of Protima	Pratul Biswas Pranab Roy Ranjan Roy

CONTENTS

Program		3
Puja Committee		4
Editorial		6
Puja Committee Chairperson's Message		7
আমন্ত্রণ		8
Presidents Message		9
শারদীয়া পূজাতে ভুবনমোহিনী উমা	Makhan Bal	10
ভুলাগড়ে একটি রাত	Krishna Bal	17
দিনশেষের মরা মুকুল	Chandra Samanta	25
সময়ের সঙ্গে	Pallab Ganguly	29
'মা'কে লেখা পার্বতীর চিঠি	Manjushri Roy	30
একটি মুর	Bibhuti Mandal	31
হে নবীন	Bibhuti Mandal	32
বিশ্বরূপে ফুটবল	Makhan Bal	34
Kaji Nazrul	Soubhik Maiti	35
Life in Reverse	Riya Ganguli	36
The Seasons	Sourabh Maiti	38
Wise Thoughts	Urmila Samanta	40
Stories of the Sea	Riya Ganguly	42
Night Time	Riya Ganguly	42
Stranger	Samir K. Bhattaracharya	43
Existence	Samir K. Bhattaracharya	45
Change-Life and Eternity	Ranen Sinha	48
Is this really an Article?	Neil Ghosh	51

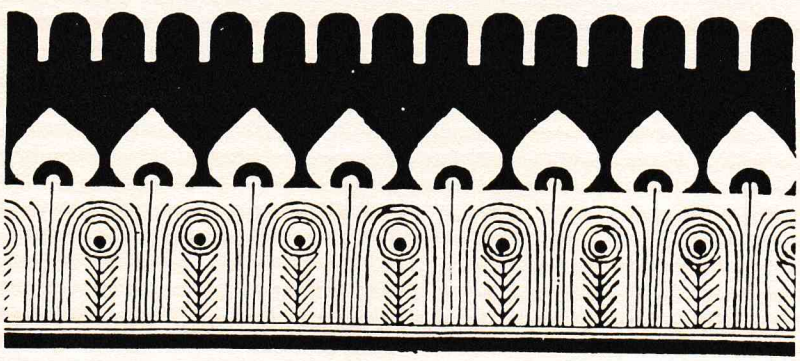

Editorial

It is my great pleasure to edit our annual magazine, AGOMONI and to celebrate its 19th year in publication by BICHITRA, the Bengali Association of Manitoba. AGOMONI is linked to our greatest festival, Durga Puja. AGOMONI is the only medium to promote our cultural understanding and to cultivate an interest in Bengali literature here in Winnipeg, Manitoba.

Bengal is a place rich in culture, tradition, art, literature and music. All these aspects are brought together in the many vibrant festivals that take place in Bengal. The greatest and most celebrated festival in Bengal is the Durga Puja, also known as the Autumn Festival.

The streets here in Winnipeg are not glittering with lights and the mood of all those around is not one of pure joy, but the spirit and happiness associated with Durga Puja is shared nonetheless at the Hindu Temple during the Durga Puja Celebration. The Durga Puja held here in Winnipeg rekindles the spirit of delight and happiness.

Soubhik Maiti
Publication Secretary,
BICHITRA

Puja Committee Chairperson's Message

Durga Puja is one of the most revered Hindu festival. It reminds over and over again, glorifying the ultimate triumph of Virtue over the evil forces. We commemorate the Goddess Durga's "shakti", who vanquished the evil spirit of the demon, Mahisasura to restore peace and freedom on earth. It is also the spiritual power of the true "self" that destroys the evils within us.

The autumn festival of Mother Durga or popularly called as Dasshera is celebrated all over India. In Bengal, it is celebrated with much splendor and joy; new clothes, varieties of sweets, exquisite dishes- you name it, it is prepared in all homes, whether rich or poor. It is the time to forget the past differences and embrace each other. It is the "spirit" within that counts, not the body, because it is the same "mother's spirit", the "Brahman" that prevails in our bodies, whether it is your or mine.

The all-powerful Mother, the Warrior-Goddess- Brahmmamai-Maa descends on the Earth, accompanied by her whole family of virtues--Laksmi, the symbol of beauty and prosperity, Swarasati, the goddess of learning, patronizing music and rhetoric, Karttikeya, the symbol of youth and valor, and Ganesa, the god of wisdom, the bestower of attainment and the remover of "Bighna".

The demon , Mahisasura usurped the throne of Indra, terrorizing the kingdom in the guise of a buffalo. Mother Durga, in response to the fervent prayers of all Gods from heaven appeared in great fury, riding on a lion and slew the buffalo-demon. The triumphant victory sent waves of jubilation through heaven and earth, marking the power of righteousness and the destruction of evils.

On this auspicious occasion of Durga Puja, I and my family extend greetings and well wishes to all the members of Bichitra and the members of Hindu Society. We are particularly grateful to the Executives and Trustees of the Hindu Society of Manitoba for their immense cooperation. Our Cultural, Food, Publication, Decoration, Puja, Transportation, Advertisement, Fund-raising committees have worked very hard to present you a rich and enjoyable evenings each day during this "navaratri" days. We are particularly indebted to our "Purohit", who came from Edmonton in the service of "mother Durga". Last but not least, I thank all members, participants and Bichitra Executives for their help for the success of these great celebrations.

Sumita Biswas (Chair)
Durga Puja Committee

আমন্ত্রণ

সুধী, আগামী ৯ ই আশ্বিন থেকে ১৩ ই আশ্বিন হিন্দু মন্দিরে (৮৫৪ এগলেস এভিনিউ) ১৪০৫ সনের শ্রী শ্রী দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়েছে, এই উপলক্ষে "বিচিত্রা"র পক্ষ থেকে আপনাদের সপরিবারে এবং বন্ধু-বান্ধব সহিত এই মহোৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

প্রবাসে আমাদের পূর্বসূরীদের প্রতিষ্ঠিত রীতি পালনে যথাসাধ্য প্রচেষ্টায় আপনাদের সহযোগিতা ও উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

প্রচলিত রীতি অনুসারে ১৭ ই আশ্বিন কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে, অতএব এই দিনগুলিতে আপনাদের উপস্থিতি অনুরোধ করছি।

বিনীত

সুস্মিতা বিশ্বাস

Ajanta Restaurant

Ajanta Restaurant

Specializing in East Indian Food

749 Ellice Avenue

775-4567

CATERING AND BANQUETS

Fully Licensed • Dine In • Take Out

Open 7 Days a Week

Luncheon Buffet - $5.95 Monday - Friday

OPEN

MONDAY TO SATURDAY 11:30 A.M. TO 9:30 P.M.

SUNDAY 5:30 P.M. TO 9:30 P.M.

A Message from the President of BICHITRA

Friends,

It is my great pleasure to welcome you, your family members and friends to this auspicious occasion. The Durga Puja festival will be held during September 26 – 30, 1998 at the Hindu Temple of Manitoba. I am proud that this is the 19th year BICHITRA, the Bengali Association of Manitoba is celebrating Durga Puja here in Winnipeg.

Although Durga Puja is known as the festival of Bengal, people from all over India celebrate this festival under different names: Navaratri, Dushera etc. Bengali people throughout the world celebrate Durga Puja during the autumn season because nature is rich with beauty and color to inspire the mind with joy and happiness.

In general there are two aspects of this national festival, one being religious and other social. The religious feelings are very deeply rooted in our minds as we have been brought up in a Hindu religious environment, with the belief that this is the time to adore Devi Durga for her inspiration in granting us courage and strength. The social aspects of the festival remind us to share our happiness with each other, forgetting our misgivings and enhancing our relations with our loved ones.

I hope you will take part in our celebration and make this festival a great success.

Pradip K. Maiti
President,
BICHITRA, The Bengali Association of Manitoba

— শারদীয়া পূজাতে ভুবনমোহিনী উমা —

— মাখন বল

বাংলা দেশে প্রথম দুর্গাপূজা করেন রাজা কংসনারায়ন, বর্ত্তমান বাংলা দেশের রাজসাহী জেলার তাহের পুরের রাজা ছিলেন তিনি। গৌড় বঙ্গের তখন সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)। তাঁরই শাসন কালে বঙ্গদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবযুগের সুচনা হয়, রাজা কংসনারায়ন ছিলেন মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুকভট্টের পুত্র, তাঁর এ পূজাতে খরচ হইয়াছিল তখনকার দিনের আট লক্ষ টাকা।

এই পরিবর্তনশীল জগতে সবকিছুরই পরিবর্তন হইতেছে। আমাদের এই দুর্গাপূজাতেও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। দুর্গার অনেক নাম- তাহাদের মধ্যে আমরা বেশী পরিচিত — দুর্গা, পার্বতী, গৌরী ও উমা নামের সঙ্গে; মার্কণ্ডেয় পুরানে বর্নিত বাসন্তী পূজা হয় বসন্ত কালে। আমরা শ্রীচণ্ডীতে বর্নিত সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য এবং শ্রীরামচন্দ্রের শরৎকালে অকাল বোধনের সহিত যুক্ত করিয়া শারদীয়া পূজার ব্যাখ্যা করি। শরৎকালে পূজা করিবার আরও একটি যুক্তি সম্মত কারন আছে। শ্রীচণ্ডীতে আমরা দেখিতে পাই:

তেতোহহমখিলং লোকমাত্ম দেহ সমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরা বৃষ্টেঃ প্রান ধার কৈঃ।
শাকম্ভরিতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যামহং ভুবি॥

অর্থাৎ দেবী বলিতেছেন যে যতদিন পার্য্যনু বৃষ্টি না হয় ততদিন আমার আত্মদেহ সমুদ্ভুত শাক সমুহের দ্বারা জগৎ পরিপালন করিব, এইজন্য আমি শাকম্ভরী বলিয়া জগতে বিখ্যাতি লাভ করিব, শাক-শব্দে এখানে সকল প্রকার শস্যকেই বুঝাইতেছে শস্যদ্বারা জগৎ পালন করিবেন যে দেবী — তিনিই ত বসুন্ধরা, এই শাকম্ভরী দেবীই হইলেন অন্নদা — অন্নপূর্না। পৃথিবী দেবী ও তাহার পূজা হইতেই শস্যদেবী ও শস্য পূজার প্রচলন হইয়াছে। আমাদের এই শারদীয়া দুর্গা পূজা ও শস্যপূজা নানা ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে।

আবার দেখিতে পাই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মনে এবং কাঠক সংহিতায় রুদ্রের পত্নী অম্বিকাকেই শরৎ বলা হইয়াছে। এ শরৎরূপিনী অম্বিকার পূজাই শারদীয়া পূজা, একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই শরৎকাল হইতে বাংলা দেশের শস্যঋতুর আরম্ভ এবং শস্যঋতুর শেষ, প্রকৃত পক্ষে বসন্ত ঋতুর শেষে, এই শারদীয়া পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা দেশের সকল প্রকার দেবী পূজার সময়, যেমন, লক্ষ্মী পূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, সরস্বতী পূজা, বাসন্তী পূজা এবং অন্নপূর্না পূজার পরে বাৎসরিক দেবী পূজার শেষ।

এই সময় পৃথিবী মাতার চিন্ময়ী রূপটি সার্থক ভাবেই ফুটিয়া ওঠে মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে; তাই কবিগুরু গাহিয়া উঠিলেন

"আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি—
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে—
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে"—

শরৎঋতুর সোনার মন্দিরে অধিষ্ঠাতা ও পূজিতা দুর্গা দেবীই যে মূর্তিমতী পৃথিবী মাতা তাহার কিছুটা পরিচয় দেখি আমাদের পূজাপদ্ধতিতে। দেবীর বোধন বিল্বতরুমূলে অর্থাৎ বিল্বশাখাতে দেবীর অধিষ্ঠান, তারপর দুর্গা পূজাতে কলাবৌ বা নবপত্রিকা পূজার নিয়ম আছে, এই কলাবৌ আসলে শস্যবধু বা পৃথিবী মাতার প্রতীক। কলাবৌ বা নবপত্রিকা তৈয়ার করিতে প্রয়োজন হয় নয়টি গাছ বা গাছের ডাল, যে গুলি হইল — কলাগাছ ডালিমের ডাল; ধান গাছ, হলুদ গাছ, মান কচু গাছ, কাল কচুর গাছ, যুগ্ম ফল সহ বেলের ডাল, অশোকের ডাল ও জয়ন্তীর ডাল।

" কদলী দাড়িম্বী ধান্যং হরিদ্রা মানকং কচু:
বিল্বা শোকৌ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নব পত্রিকা।।

এদের সমবেত নাম নবপত্রিকা বাসিনী দুর্গা, আগে আমাদের দেশে ধান ও দুর্ব্বা দিয়া আশির্বাদ করিবার নিয়ম ছিল — এখনো হয়ত আছে। তার মূল কারন আমাদের কৃষি নির্ভর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে ধান্য হইল সমৃদ্ধির প্রতীক আর দুর্ব্বা হইল নম্রতা ও বিনয়ের প্রতীক। তাই ধান ও দুর্ব্বা দিয়া আশীর্বাদ করিবার অর্থ দাড়াইল যে তুমি ঐশ্বর্য্যবান হও, সঙ্গে সঙ্গে তুমি নম্র হও তুমি বিনয়ী হও।

শরতের সোনার আলোতে যখন বাংলার দশদিক আলোকিত হইয়া ওঠে, কমলে, শেফালীতে, বর্নে গন্ধে হৃদয় ও মন অনন্ত সুন্দরের আভাস পায়; সোনার শস্যে পূর্ন বাংলার ডালে ফুলে মাতৃত্বের গৌরব প্রকাশিত হইয়া ওঠে — সেই সময়ই বাংলার মেয়েরা মা বাবার ঘরে ফিরিয়া আসে গনেশজননী উমা রূপ লইয়া।

প্রকৃতির চারিদিকে উমার আভাস, উমার জন্য সব কিছুই যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। এই পরিবেশে উমার অমূর্ত তত্ত্বমাত্র রূপে কৈলাসে শিব অঙ্কে লীন হইয়া থাকিলে চলিবে কেন? উমাকে সৌন্দর্য্যের, মাধুর্য্যের বাস্তব প্রতিমূর্তি করিয়া না পাইলে চলিবে কেন? তাই মেনকা গিরিরাজকে বলিতেছেন:

"গিরি গৌরী আমার এল কৈ
ঐযে সবাই এসে, দাড়িয়েছে হেসে,
(শুধু) সুধামুখী আমার প্রানের উমা নেই!
সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি,
কৈ গিরি, কৈ আমার শশী মুখী?

শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাখি,
বল বল আমার কোথা বর্ণময়ী ?
ঐ এল হেসে শান্ত শতদল,
শতদল বাসিনী কোথায় আমার বল ?
(ওরা) তেমনি চেয়ে আছে
কেবল তারা নেই।
শরতের বায়ু যখন লাগে গায়,
উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ রাখা দায়,
যাও যাও গিরি আনগে উমায়
উমা ছেড়ে আমি কেমন করে রই।
(গোবিন্দ চৌধুরী শা. পদা, ক. বি.)

এই আলোচনাতে দেখা গেল যে, পৃথিবী মাতা ও শস্য দেবীর পূজাই আমাদের শারদীয়া পূজা। এই শারদীয়া পূজাতে আমরা দশভূজা দুর্গা মূর্তির পূজা করি, কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী মানসে উমা-দুর্গার প্রভাবই বেশী, জনগন প্রতিমাতে দেবীকে অসুরনাশিনী রূপে দেখেন — কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, তাঁহারা স্থির নিশ্চিত রূপে জানেন যে, আসলে উমা মায়ের স্বামী গৃহ কৈলাস ছাড়িয়া বৎসরান্তে কন্যা রূপে পুত্র কন্যাদের লইয়া একবার বাপের বাড়ীতে আসেন। জন মানসের এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াইত আমাদের আগমনী সঙ্গীতের উদ্ভব,

এই সঙ্গীতে আমরা দেখি গিরিরাজ কন্যা উমাকে লইয়া গিরিপুরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন গিরিরানী মেনকা কন্যাকে বুকে লইতে — এলোকেশে ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু দাশরথি রায় তাঁহার পাঁচালীতে — বলিলেন, যে মেনকা দশভূজা রনরঙ্গিনী দেবীকে কন্যা বলিয়া গ্রহন করিতে চাহিলেন না, মেনকা স্পষ্টই বলিলেন:—

কে হে গিরি কোলে আমার উমা নন্দিনী —!
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এল রনরঙ্গিনী — ?

ঐ রনরঙ্গিনী-কে মা মেনকা এবং তাহার মারফত বাঙ্গালী কবিমন তাঁহাকে উমা বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। — মা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন:—

দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী
কণ্ঠে লয়ে গজানন, গমন গজগামিনী,
মা বলে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বানী —,

তখন আর কোন উপায় নাই। বাঙ্গালী কবির সন্তোষের জন্য — দশভূজা রনরঙ্গিনী মাকে মেনকার সামনেই রূপ বদলাইতে হইল।

মায়ের প্রতি মহামায়া ত্যজিলেন মায়া
ধরেন অপূর্ব রূপ পূর্বের তনয়া॥

দ্বিভুজা গিরিজা গৌরী গনেশজননী।
নগেন্দ্র নন্দিনী যেন গজেন্দ্রগামিনী ॥

এই উমা পার্বতী লইয়া অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত বহু সাধক, বহু কবি ও সাহিত্যিক শাক্ত সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই বিশাল শাক্ত সাহিত্যে দেখি মায়ের প্রতি সন্তানের আর্তি। শাক্ত কবি রামপ্রসাদের সঙ্গীতের প্রভাবে বাংলাদেশের ছোট বড় বহু সাধক কবির মনের দুয়ার খুলিয়া গেল। ঐ সঙ্গীতগুলিই বৈষ্ণব পদাবলীর খ্যাতি লইয়া শাক্ত পদাবলী রূপে পরিচিত।

পার্বতী-উমার প্রভাব তখনকার বাঙ্গালী সমাজকে কতটা প্রভাবিত করিয়াছিল তাহাই শাক্ত সাহিত্যে রূপায়ীত হইয়াছে। তখনকার ঐ কবিগন ছিলেন মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের লোক। তাঁহাদের ঐ গান গুলির মধ্য দিয়া তখনকার ঐ সমাজের রূপই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পৌরানিক শিব-পার্বতীর বিবাহ এবং অসঙ্গতি-পূর্ন গার্হস্থ্য জীবনের বর্ননা বিভিন্ন কবিদের প্রবাদ উপাখ্যানের মাধ্যমে শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করিয়াছে।

আমাদের বাঙ্গালী মানসের মেনকা ও গিরিরাজ কিন্তু রাজারানী নয় — তাহারা দরিদ্র স্বামীস্ত্রী — আবার হিমালয় ও কৈলাস দুটি পাশাপাশি গ্রাম। রাষ্ট্রিয় বিশৃঙ্খলা এবং তার সঙ্গী আর্থিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে তখনকার বাঙ্গালী সমাজের চরম দুরবস্থা। এই দুরবস্থা আরও তীব্র হইয়াছিল সামাজীক রীতিনীতির নিপিড়নে। একদিকে কৌলীন্য-প্রথা এবং বহু-বিবাহ প্রথা, অন্যদিকে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে গৌরীদান দিবার প্রথা। দরিদ্র পিতামাতার সাধ্য ছিলনা কুলীন বর যোগার করা। তাঁহারা ঘটকের সরন লইতেন। ঘটক অঘটন ঘটাইয়া দিত। সে বর কপর্দ্দকহীন হউক, ভাঙধুতুরা খোর হউক, অতিশয় বৃদ্ধ হউক লক্ষ্য করিতেন না। বিবাহের পরে অষ্টমবর্ষীয়া সোনার পুতুলী — গৌরী স্বামীর ঘর করিতে যাইত। কিন্তু হায় — যাইয়া দেখিত — সংসার না যেন শ্মশান পুরী, দারিদ্রে, কলহে কোন্দলে, খাঁ-খাঁ করিতেছে। একে কঠোর দারিদ্র — তাহার উপর উদাসীন স্বামী, খ্যাপাটে, নেশাখোর — ঘরে একাধিক সতিন। দুদিনে উমার সোনার অঙ্গ কালী হইয়া যায়। বছর ঘুরিয়া আসে — লোকমুখে সংবাদ পৌছায় — পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যে জাগে কানাকানি। পিতা সব কিছুই শুনিতে এবং জানিতে পারেন। কিন্তু কি করিবেন — নিরুপায় হইয়া, পাষান হইয়া অচল ভাবে বসিয়া থাকেন। কিন্তু মায়ের মন'ত কিছুতেই মানেনা, তিনি দুশ্চিন্তায় পাগল হইয়া ওঠেন, তাই একদিন প্রভাতে গিরিরাজকে রাতের দুঃস্বপ্নের কথা বলিতেছেন:

নিশিতে যেমন ভেবে উমাধন,
অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন

অমনি নয়নে করি দরশন—
শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার
বাছার নাই সে বরন, নাই আভরন,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরন;
হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার;
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর।

(হরিশ চন্দ্র মিত্র, শা. পদা)

মেয়ের সব আভরন ও ভিখারী মাতাল ভোলা বেচিয়া খাইয়াছে— গ্রামের বৈরাগী তখন গাহিয়া উঠিল:-

যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী, উমা বুঝি আমার কেঁদেছে।
উমার যতেক বসন-ভূষন, ভোলা সব বুঝি বেচে খেয়েছে॥

উমা সঙ্গীতের কবিগন দেবী মানবীর এই সমন্বয় সহজভাবে করিতে পারিয়াছিলেন, স্বপ্নকথা বলিতে গিয়া মাতা মেনকা স্বামীকে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখি একদিকে কন্যার সোনার অঙ্গ দারিদ্র ক্লেশে কালী হইয়া গিয়াছে। আবার মর্তের যে বেদনা একটি প্রচ্ছন্ন মহিমা লাভ করিয়াছে হৈমবতী উমারই আবার দিগম্বরী কালীমূর্ত্তি ধারন তত্ত্বের আভাসে, ইহারই একটি চরম রূপ দেখি:—

কুস্বপ্ন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশান বাসী;
অসিত বরনা উমা, মুখে অট্ট অট্ট হাসি
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বাল-শশী—

(গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, শা. পদা. ক. বি.)

স্ত্রীর গঞ্জনায় আর যখন কিছুতেই অচল হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই, তখন মেয়ে আনিতে যাইবার ভান করিয়া বাহির হইয়া যাইতেন। ফিরিয়া আসিয়া যতরাজ্যের মিথ্যা, ওজরে আপত্তি ছলাকলার দ্বারা গোঁয়ো স্ত্রীকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন।

বলি মা গিরিরাজে, দেখে এস গো উমায়;
নারী পেয়ে ছলে, সে আমায় বলে
দেখে এলাম অন্নদায়—

(ঈশ্বর গুপ্ত শা. পদা)

বাঙ্গালী মেয়ের মায়ের মুখে যেমন আমরা শুনিতে পাই, জামাই দূর দেশে যাইয়া এখন টাকার নাজির হইয়াছে— কত ধন ঐশ্বর্য্য হইয়াছে, মেনকার মুখে ঠিক তেমনটাই শুনিতে পাই:

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনিতে পাই
উমা অন্নপূর্না হোয়েছেন কাশীতে—

রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই।
শিবে এসে বলে— মা, শিবের সেদিন আর নাই।
যারে পাগল পাগল বলে বিবাহের কালে,
সকলে দিলে ধিক্কার;
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বৈভব,
কুবের ভাণ্ডারী তার। (রাম বসু, শা, পদা ক, বি.)

অমূর্ত তত্ত্বকে মানুষ জ্ঞানের আলো দিয়া বোঝে। সেই তত্ত্বকে মূর্তির ভিতর দিয়া, রূপে রসে নিবিড় করিয়া পাইতে চায়। শিব ও শক্তি উভয়ই উভয়ের পরিপূরক, উভয়ই এক পরম অদ্বয়। শিবকে বাদ দিলে শক্তি মিথ্যা তাই শক্তি ব্যতিত শিবও তেমনি শব।

গার্হস্থ্য জীবনে এই সত্যটিকে বাংলার সাধকগন লৌকিক রূপরসের সুকুমার মাধুর্য্যের ভিতর দিয়া আস্বাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের নিত্যদিনের ঘর সংসারের মধ্যেই যে একটি উমা শঙ্কর মধুর লীলা করিয়া যাইতেছেন, বাঙ্গালী কবিরা তাহারই একটু প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের গানে:

অর্থহীন পশুপতি, তাঁর সবর্দ্ধ পার্বতী
দুর্গাবিনে দুর্গতি শুনেছি নিশ্চয়।

এই বিশ্বের ঘরসংসার যে কি করিয়া করিতে হয়, কি ভাবে চলিতেছে, পাগলা ভোলা মহেশ্বর তাহার ত কিছুই খোঁজ খবর রাখেন না, মহামায়া মা ছাড়া সে খবর আর কে রাখিবে? তাহারই অসংখ্য অভিনয় ভরিয়া রহিয়াছে আমাদের ছোটখাটো ঘরসংসারে। পুরুষ উদাসীন ভোলানাথ— ঘর সংসার সব সামলাইতে হয় মা'দের, অর্থহীনের সংসারকেও সার্থক করিয়া তোলেন মা তাঁহার অনন্ত ক্রিয়া-শক্তিতে।

শারদীয়া উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া আগমনী গান, শিবশক্তি তত্ত্বটিকে লইয়া সংসারের সকল স্নেহ মায়া প্রীতির বন্ধনকে আস্বাদ করিবার একটি নিজস্ব মাধুর্য্য আছে। ভুবনমোহিনীকে প্রান কুমারী করিতে চাহিনা— প্রানকুমারীকেই ভুবনমোহিনী করিয়া তুলিতে চাই। কবিরা দেবীকে মানবী করিয়া তুলিতে চাহেন নাই। মানবীকেই সত্যিকারের দেবী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। বৎসরান্তে কন্যা যখন মা বাপের ঘরে ফিরিয়া আসে তখন শুধু মায়েরই আনন্দ হয় না— পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যেও আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়; পাড়ার জ্ঞানী, গুনী, বৃদ্ধ ব্যক্তিরা ঘরে আসিয়া উমা মায়ের কত গুনকীর্তন করেন, কত আশীর্বাদ করেন, ইহাই ত চণ্ডীপাঠ। নির্জীব গৃহখানি সহসা প্রান পাইয়া উঠে।

তাই দেখি:—

কেবল উমার আগমনে সকলে আনন্দ মনে,
গিরিপুর বাসিগনে গিরিপুর আজ পুরে গেল।
যতনেতে দ্বিজগন, চণ্ডী পড়ে অনুক্ষন,
ভক্তি ভাবে ঘট স্থাপন, চণ্ডী পড়া সফল হলো ॥
(শ্রীধর কথক, শা. পদা. ক. বি.)

দেখিতে দেখিতে তিন দিন কাটিয়া গেল আনন্দ উৎসবে। ইহার পরেই বিজয়ার পালা. মায়ের প্রান আবার আকুল হইয়া উঠে। শিহরিয়া ওঠে বিজয়াদশমীর বিদায়ের কথা স্মরন করিয়া।

আমার ঐ ভয় মনে, বিজয়া দশমী দিনে
অকুলে ভাসাইয়া যাবে শিবে শিব ভবনে।
(দুর্গা প্রসন্ন চৌধুরী শা. পদা. ক. বি)

তাই মায়ের ব্যাকুল প্রার্থনা, নবমীর রাত্রিটি যেন আর না পোহায়:

যেও না যেও না নবমী রজনি
সন্তাপহারিনী লয়ে তারা দলে
গেলে তুমি দয়াময়ী, উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হলে অবসান, যাবে মেনকার প্রান,
প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন জলে।
প্রভাত কাকলী গান, কাঁদাবে মায়ের প্রান,
উষার আলোকে প্রান, উঠিবেরে জ্বলে ॥ —(নবীন চন্দ্র সেন. শা. পদা)

কিন্তু মায়ের শত কাতরতা সত্ত্বেও নবমী নিশি অবসান হয়। এদিকে মাকে ছাড়িয়া যাইবার দুঃখে উমাও সারারাত কাঁদিয়া শেষরাতে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অপরদিকে গিরিপুরে হরের বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজে। তাই মা বলিতেছেন:— জাগায়ো না হরজায়ায়, তোমায় বিনয় করি।
যাবে বলে সারা নিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী ॥
(হরিনাম মজুমদার শা. পদা. কবি.)

কিন্তু সারা নিশি গৌরীই কাঁদুক আর তাহার মাতাই কাঁদুন তাহাতে কিছুই লাভ নাই। ওদিকে যে:— বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল
বেরোও গনেশ মাত ডাকে বারে বার
(রামপ্রসাদ শা. পদা. ক. বি.)

"শেষপর্য্যন্ত আঁধার করে ঘরের আলো"— উমাকে বিদায় লইতে হয়। যাইবার সময় মা মেনকা বলেন:—

এস মা, এস মা উমা, বলো না আর যাই যাই
মায়ের কাছে হৈমবতি, ও কথা মা' বোলতে নাই ॥
(জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় শা. পদা. ক. বি.)

জুনাগড়ে একটি রাত

— কৃষ্ণা বল

দয়া করিয়া ভুল বানান নিজ গুণে শুদ্ধ করিয়া পড়িবেন।

১৯৯৮ সনের ৩রা জানুয়ারী পুনরায় আমরা ভারত-পরিভ্রমনে বাহির হইলাম। এবার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র তীর্থদর্শনই নহে, ভারতের বিখ্যাত স্থানগুলি পরিদর্শন করা ও বিভিন্ন আত্মিয় পরিজনদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করা।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল কলিকাতা হইতে বিহার, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী রাজস্থান, পশ্চিমে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বম্বে, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, পুরী হইয়া কলিকাতা এবং কলিকাতা হইতে সোজা ক্যানাডা প্রত্যাবর্তন।

রাজস্থানের আজমীর হইতে আমরা একটি গাড়ী ভাড়া করিয়াছিলাম। উহার চালক একটি অল্পবয়স্ক যুবক। নাম যোগেশ। তাহাকে যেরূপ পথ নির্দেশ দেওয়া হইত সে তাহাই পালন করিত। আমাদের নির্দেশ ছিল, গন্তব্য স্থানে দুই দিন থাকিব তাহারপর পরবর্তি গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিব, উপরোক্ত কাহিনী ঘটিয়াছিল সোমনাথ হইতে আমেদাবাদ যাইবার পথে 'জুনাগড়' নামে একটি নগরে।

সোমনাথে আমাদের দুইদিন থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু সোমনাথের মন্দির ও অন্যান্য স্থানগুলি দর্শন করিবার পর ভালো যাত্রী নিবাসের সন্ধান পাইলাম না, উপরন্তু সমস্ত সহরে উৎকট মৎস্যগন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠিয়া আসিবার উপক্রম হইলে আমরা ঐ দিনই আমেদাবাদের পথে যাত্রা করিলাম।

- - - -

তখন বেলা তৃতীয় প্রহর। ঘন অরন্যের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া সুন্দর মসৃন পথ চলিয়া গিয়াছে, পথের দুই পার্শে কোথাও দিগন্তপ্রসারী তুলার ক্ষেত কোথাও পলাশ ও শিমুলের রক্তে রাঙা বনানী, ধীরে ধীরে সূর্য্যাস্তের স্বর্নচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতে শীতের কুয়াশা আকাশের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিল। অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন মাত্র নাই। অনাবৃত, অবারিত, অনন্ত আকাশের নিচে জনহীন প্রান্তরে নিস্তব্দ্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল সীমাহীন দিশাহীন শুন্যতা ছাড়া আর কিছুই রহিলনা, তখন মনে হইল আমাদের ঘর নাই দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এইরূপ কুয়াশাচ্ছন্ন শুন্যতার উপর দিয়া অবারিত ভাবে চলিয়া যাইব। ক্রমে ক্রমে নিদ্রাদেবীর আগমন অনুভব করিলাম, সহসা পথের বাঁক লইতে দেখিলাম,

অন্ধকার অরণ্যের মাঝে এক শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত প্রাসাদ একাকী প্রেতপুরীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। প্রাসাদের ভিতর হইতে কোন আলো দেখা যাইতেছেনা। নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। দেখিবা মাত্র পতিদেবতা গাড়ীর গতিরোধ করিতে নির্দেশ দিলেন।

বিরাট লৌহদ্বারের নিকটে গিয়া দেখিলাম, লিখিত আছে GOVT. CIRCUIT HOUSE. জনসাধারনের জন্য নহে, পতিদেবতা বলিলেন "চেষ্টা করিয়া দেখি, নতুবা এই নির্জন অন্ধকার রাস্তা দিয়া অধিকদুর যাওয়া নিরাপদ মনে করিনা।" কিন্তু ঐ প্রাসাদটি দেখিবা মাত্র আমার মন এক অজানা আশঙ্কা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম এই অন্ধকার জনহীন অরন্যে আমি থাকিতে পারিব, কিন্তু ঐ অন্ধকার প্রেতপুরীতে আমি প্রবেশ করিতে পারিবনা, উনি 'ভয়ের কিছু নাই' বলিয়া আমাকে আশ্বাস দিয়া যোগেশকে ভিতরে যাইতে বলিলেন।

যোগেশ বিরাট লৌহদ্বার অতিক্রম করিতেই প্রাসাদের দুইদিকে দুইটি সর্বোচ্চ স্তম্ভে আলো জ্বলিয়া উঠিল। চওড়া লাল সুরকি ঢালা রাস্তা দুইদিকে কেয়ারী করা ফুলের বাগান, গাড়ী বারান্দায় গাড়ী আসিতেই দেখিলাম পাঁচছয় জন আর্দালী সরকারী পোষাক পরিয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেখিয়া মনে হইল উহারা যেন এতক্ষন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। উহারা গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিলে পতিদেবতা ম্যানেজার বাবুর সহিত কথা বলিবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিলেন। আমি মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম যেন এইস্থানে আমাদের না থাকিতে হয়। কিয়োৎক্ষন পর পতিদেবতা অতি আনন্দের সহিত জানাইলেন, তিনি ভিতরে সমস্ত দেখিয়া আসিয়াছেন, ইহা অতিশয় সুন্দর, ব্যবস্থা অতি চমৎকার, ম্যানেজার বাবুটিও অতি চমৎকার এবং অমায়িক। কিন্তু উহাতে আমি কোন উৎসাহ বোধ করিলাম না।

আমরা অন্দরে প্রবেশ করিলাম, ঢুকিতেই কেন জানিনা আমার বক্ষে একপ্রকার কম্পন অনুভব করিলাম, দেখিলাম সম্মুখের ঘরটি বিশাল, এক কোনায় ম্যানেজার বাবুর টেবিল।

তিন সারি বড় বড় থামের উপর কারুকার্য্য খচিত খিলানে বিস্তীর্ন ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। দুই পাশে লাল কার্পেটে আবৃত ঘুরান সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। উপরে উঠিয়া চওড়া বারান্দা দিয়া আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দিকে যাইতে লাগিলাম, বারান্দার একপাশে বড় বড় পিতলের টবে নাম না জানা গাছের মেলা, কিন্তু যত্নের অভাবে পাতা ঝরিয়া শুধুমাত্র শুষ্ক ডাল গুলি দাঁড়াইয়া আছে, এবং পালিশের অভাবে পিতলের টব গুলিও বিবর্ন রূপ ধারন করিয়াছে।

বারান্দার একের পর এক সারি সারি ঘর চলিয়া গিয়াছে, তবে বেশীর-ভাগ ঘরের দরজাই তালা বন্ধ। তবে তালা গুলি দেখিলে মনে হয় না যে তালা লাগাইবার পর কোনও দিন খোলা হইয়াছে। নির্দিষ্ট দরজায় আসিতেই আর্দালী তালা খুলিয়া আমাদের ভিতরে যাইতে অনুরোধ করিল। ভিতরে ঢুকিতেই মনে হইল কাহারা যেন এইঘরে নিশ্চিন্তে বাস করিতেছিল, আমাদের আগমনে তাহারা যেন বিরক্ত হইয়া ঘরময় ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিল ঘরের পর্দাগুলির মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হইল। লক্ষ্য করিলাম ঘরের চার কোনায় চারিটি বৈদ্যুতিক পাখা পূর্ণগতিতে চলিতেছে, তাই এই আলোড়ন। ঘরটি বিরাট, ঘন নীল, জীর্ণ কার্পেটে আবৃত, ~~মনে হইল~~ হয়তো ঐ কার্পেটটি অনেক অলিখিত ঘটনার সাক্ষী। ঘরের একপাশে দুইটি আধুনিক ডিজাইনের সোফা। বিপরীত দিকে দুইটি ~~পুরাতন কারুকার্য্য~~ খচিত পালঙ্ক। চার দেয়ালে চারিটি বৃহৎ তৈলচিত্র; হয়ত কোন মোগল বাদশাহের প্রতিচ্ছবি, ঘরের মধ্যেখানে একটি পুরাতন ঝারবাতি, কালের প্রভাবে উহার উজ্জ্বলতা একেবারেই চলিয়া গিয়াছে। চার দেয়ালের চারটি নিয়ন বাতির স্বল্পালোকে ঘরখানিকে রহস্যময় লাগিতেছে। এই ঘরের পাশেই রহিয়াছে সাজঘর। বৃহৎ ভেলভেটের পর্দা দ্বারা সাজঘরটিকে শয়নঘর হইতে পৃথক করা হইয়াছে। এই ঘরটিও বৃহৎ। এক পার্শ্বে রহিয়াছে প্রসাধনের জন্য একটি বৃহৎ আয়না যুক্ত টেবিল, তাহার পাশে রহিয়াছে বিরাট কাপড় জামা রাখার আলমারী। এইটি দেখিবা মাত্র আমি আতঙ্কে শব্দ করিয়া উঠিলাম এবং পতিদেবতাকে খুলিতে নিষেধ করিলাম, কিন্তু তিনি শুনিলেন না উহা খুলিতে গেলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও খুলিতে পারিলেন না, আর্দালীটি বলিল উহা অতি পুরাতন, ইহা ব্যবহার করা হয়না তাহার পাশে একটি নতুন দেরাজ রহিয়াছে উহাতে আমরা জামাকাপড় রাখিলাম, পুরাতন আলমারীবিদিতাকার হইতেই আমার এক প্রকার আশঙ্কায় হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল মনে হইল ঐ আলমারীটি খুলিলেই কোন একটি নরকঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িবে, খোলা সম্ভব হইলনা দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। সাজঘরের পাশেই স্নানঘর, ইহাও অতিশয় সুসজ্জিত একটি গরম ও একটি ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা রহিয়াছে। ইহাছাড়া এখানেও একটি প্রসাধন করিবার জন্য আয়না যুক্ত শ্বেতপাথরের টেবিল রহিয়াছে, সবই অতি সুন্দর কিন্তু কেন জানিনা আমার মন অজানা আশঙ্কায়, এবং দুঃখে ভরপুর হইয়া রহিল, এদিকে আমার পতিদেবতা মুঘল প্রাসাদে মুঘল সম্রাটের ন্যায় 'মোঘলাই খানাপিনার' আদেশ দিলেন, স্নান যাওয়ার পর আমরা আমাদের ঘরের সম্মুখে খোলা বারান্দায় বেতের চেয়ারে আসিয়া বসিলাম, দেখিলাম চারিপাশে

গভীর অরণ্য। এই প্রাসাদটি যেন বাহিরের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মনে হইল দুই আড়াই শত বৎসর পূর্বে হয়ত কোন মুঘল সম্রাট নগরের বাইরে এই নির্জন স্থানে ভোগ বিলাসের জন্য এই প্রাসাদটি নির্মান করিয়াছিলেন। কালের চক্রে এই প্রাসাদ আজ পরিত্যক্ত।

শুক্লপক্ষের নির্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। শীতের কুয়াশা কখনো চন্দ্রালোকে আলোকিত হইয়া কখনো গভীর অরণ্যের ছায়াবৃত অন্ধকার হইয়া সমস্ত বনভূমিকে রহস্যময় করিয়া তুলিল। প্রাসাদের বিজনতা ও অতৃপ্ত আত্মার দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার বক্ষে একটা ভয়ঙ্কর ভাবের সৃষ্টি করিয়া রহিল। বলিলাম চলো শুইতে যাই।

শুইয়া পড়িলাম। পথশ্রমে ক্লান্ত উনি মুহূর্তের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমার চোখে ঘুম আসিল না। পাশের ঘর আর আমাদের ঘরের দেয়ালের অনেক উঁচুতে একটি ছোট কাচের জানলার মত রহিয়াছে— পাশের ঘরে কোন লোক ছিল না। তাই ঐ জানলা দিয়া কোন আলো দেখা যাইতেছিল না। ঐ দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু ঘুম আসিল না। চারিটি পাখা পূর্ণ গতিতে ঘুরিতেছে, ঘরের মাঝখানে পর্দাগুলি এধার ওধার এমন ভাবে দুলিতেছে মনে হইতেছে এইমাত্র কেহ পর্দা সরাইয়া এই ঘরে প্রবেশ করিবে। উঠিয়া দুইটি পাখা বন্ধ করিয়া আবার শুইয়া পড়িলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ। আমি পল পল করিয়া প্রহর গুনিতে লাগিলাম। কিছুক্ষন পরে মনে হইল পাশের ঘরে কাহারা যেন ফিসফিস করিয়া সলাপরামর্শ করিতেছে। উঠিয়া বসিলাম। ঘরের বাতিগুলিতে যথেষ্ট আলো না থাকায় সব কিছু রহস্যময় ও স্বপ্নময় মনে হইতেছিল। আস্তে আস্তে উঠিয়া পাশের ঘরে উঁকি দিলাম। সেই ঘরে মাত্র একটি নিয়ন বাতি জ্বলিতেছিল। সেই স্বল্পালোকে দেখিলাম ঘরময় কতগুলি কাগজপত্র উড়িতেছে এবং আমার বিপরীত দিকে একটি জানালার কপাট খুলিয়া বাতাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ফিস্‌ফিস্ শব্দের কারন বুঝিলাম, ঘরে ঢুকিয়া কাগজ কয়েকটি তুলিয়া টেবিলে রাখিতে যাইব, মুহূর্তে আমার হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল, শরীরের সমস্ত রক্ত শীতল হইয়া মূর্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলাম, চীৎকার করিতে যাইব গলা দিয়া কোন শব্দ বাহির হইল না, আবো অন্ধকার ঘরের জানলা দিয়া একফালি চন্দ্রালোকে দেখিলাম ঐ বৃহৎ আলমারীর দুইটি কপাট হাঁ করিয়া খোলা। কোন রকমে টলিতে টলিতে নিজের শয্যায় আসিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলাম। কতক্ষন এইভাবে ছিলাম বলিতে পারিনা।

সহসা একটি তীব্র শিহরন অনুভব করিয়া জাগিয়া উঠিলাম, বহুদূর হইতে যেন একটি গানের সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল, শিরায় শিরায় তার উপলব্ধি। সেই সুরের আবেশ নিকট হইতে নিকটতর হইয়া আমার দরজার কাছে আসিয়া থামিয়া গেল, মনে হইল এইবার দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিবে। আমার সমস্ত শরীর অবশ পতিদেবতাকে ডাকিবার শক্তি নাই।

কিছুক্ষন স্তব্ধ। সহসা আমাদের পাশের ঘরের তালা খুলিবার শব্দ শুনিতে পাইলাম, সেই মুহূর্তে পাশের ঘরের আলো খুলিয়া উঠিল, আমি উপরের ঐ ছোট্ট জানলা দিয়া আলো দেখিতে পাইলাম, মদিরার পাত্রের ঠুনঠান শব্দ নারী ও পুরুষ কণ্ঠের হালকা কথা বার্তা শুনিতে পাইলাম, বুঝিলাম কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ভোগবিলাসের আকাঙ্খায় এই স্থানে আসিয়াছেন। যাদু দিয়া সুর ছড়িল, কিছুক্ষন পরে তানপুরা, তবলা ও সারেঙ্গীর সুর বাঁধিবার সমন্বয় প্রচেষ্টা শুনিতে পাইলাম, পরক্ষনেই এক সুমধুর নারী কণ্ঠে ভাসিয়া আসিল এক সুমধুর গীত। মুহূর্তে উঠিয়া বসিলাম, ঐ সম্মোহিত সুরের আকর্ষনে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম, সুরের ধারায় বিশ্বপ্রকৃতিতে যেন প্লাবন আসিয়া গেল, সেইক্ষনে মনে হইল মরা গাছের ডালগুলি যেন পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে, রহস্যময় অরন্যের এক নুতন রূপ খুলিয়া গেল, প্রাসাদের যে বিজনতা ও অফুরন্ত আন্ধার দীর্ঘনিঃশ্বাস হৃদয়ে ভার হইয়া বসিয়া ছিল, এই মুহূর্তে সুরের হাওয়ায় তাহা দূর হইয়া গেল, হৃদয় ভরিয়া উঠিল আনন্দ, প্রেম, ও ভালবাসায়, কবিগুরুর ভাষায়

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন খানি
তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি
তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়
তখন তারি দুলায় দুলায় জাগে পরম বানী"

কতক্ষন এইভাবে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিলাম জানিনা, যখন সম্বিত ফিরিয়া আসিল পাশের ঘরের দরজার দিকে অগ্রসর হইলাম, ঘননীল পর্দা বাতাসে উড়িতেছিল, দেখিলাম এক পরমা সুন্দরী যুবতী রমনী তানপুরা বাজাইয়া গান গাহিতেছে তাহার দুইপার্শ্বে দুইজন তবলা ও সারেঙ্গী বাজাইতেছে, অদূরে এক রাজপুত যুবক একটি শুভ্রগদির উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসিয়া তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছে, তাহার হাতে একটি মদিরার পাত্র, পাশেই একটি ফুলদানীতে একগুচ্ছ রক্তগোলাপ, আমাকে দেখিতে পাইয়া হঠাৎ তাহারা গান বন্ধ করিয়া দিল, আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম, বলিলাম তোমাদের সুমধুর গীত শুনিয়া আমি না আসিয়া পারিলাম না, তাহারা আমাকে ভিতরে আসিয়া বসিতে বলিল, আমি যুবকটির পাশে আসিয়া বসিলাম, আমি তাহাদের নাম ধাম এবং সকল বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলাম, তাহারা হিন্দি ভাষায় যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই - রাজপুত যুবকটি মুঘল রমনীর গান শুনিয়া তাহাকে ভালোবাসিয়াছে কিন্তু ধর্ম্ম তাহাদের মিলনের অন্তরায়, তাই প্রতিরাতে এইস্থানে তাহারা একত্রিত হয়, রমনীটি প্রান ভরিয়া গান গাহে, যুবকটি প্রান ভরিয়া গান শোনে।

ইহাতেই তাহারা তৃপ্ত। ইহার বেশী আর কিছু তাহাদের কাম্য নাই, ইহার পর

যুবকটি

পুনরায় গান আরম্ভ করিতে নির্দেশ দিল। রাত শেষ হইয়া আসিয়াছে রমনীটি এই বার ভৈরবী আরম্ভ করিল। যুবকটি তন্ময় হইয়া ওর মুখের দিকে তাকাইয়া গান শুনিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিলাম এই সুরের প্রেমে যুবকটি কতদূর হইতে কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হয়, এই প্রেমেই বোধহয় নদী কলো কলো ঢুলোঢুলো ধ্বনি তুলিয়া ছুটিয়া যায় সাগরের পানে, এই প্রেমেই ত ভ্রমরা ফুলে ফুলে গান করিয়া বেড়ায়, এই সুরের প্রেমেই ত পাগল হইয়া উঠিয়াছিলেন বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা, আর এই প্রেমকেই কবিগুরু আধ্যাত্মিক প্রেম বলিয়া স্থান দিয়াছেন তাহার গানে, ছন্দে। কতক্ষন এইরূপ তন্ময় হইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারিনা।

ধীরে ধীরে পূবের আকাশ অরুন আলোয় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। রমনীটি গান থামাইয়া বলিল "আমাদের যাবার সময় হইয়াছে", তারপর দুইজনে দুইটি রক্তগোলাপ আমার হাতে দিয়া বলিল "দিদি আবার আসিবেন? আমি বলিলাম আসিব, বাহিরে তাকাইয়া দেখিলাম তখনও গভীর অন্ধকার রহিয়াছে। ঘরের ভিতরে মুখ ফিরাইতে তাহাদের আর দেখিতে পাইলাম না, মুহূর্তে তাহারা যেন মিলাইয়া গেল, তৎক্ষনাৎ আমার রক্ত হিম হইয়া আসিল, আমার হৃদপিণ্ডের টিপটিপ শব্দ নিজে শুনিতে পাইলাম, স্থির হইয়া দেখিলাম আমি একটি আবর্জনা পূর্ন কক্ষে একাকী বসিয়া আছি। চতুষ্পার্শে অব্যবহৃত মালপত্র পড়িয়া রহিয়াছে, ধুলার গন্ধে নিশ্বাস নেওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। গোলাপ দুইটি সোয়েটারের পকেটে রাখিয়া বাহির হইয়া আসিলাম, আমাদের ঘরের দরজায় আসিয়া দেখিলাম দ্বার বন্ধ। আমি জোরে জোরে করাঘাত করিতে লাগিলাম কিন্তু দ্বার খুলিল না। দেখিলাম বিরাট বড় একটি তালা ঝুলিতেছে। একি! আমাদের ঘর কোথায়? তার পাশের দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলাম, সেটিও তালা বন্ধ, এই রূপ একের পর এক কতগুলি দ্বারে করাঘাত করিয়াছিলাম আজ আর তাহা স্মরনে আসেনা। তারপর দৌড়াইয়া ঐ প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া ছুটিতে লাগিলাম, মনে হইল কে যেন আমার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আমাকে যাইতে নিষেধ করিতেছে। কিন্তু আমি তাহা ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ক্রমাগত ছুটিতে লাগিলাম, একবার পিছন ঘুরিয়া দেখিলাম, একি! কোথায় সেই শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত প্রাসাদ? চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলাম তার চিহ্নমাত্র নাই, বুঝিলাম বিশাল অরন্যের মাঝখানে আমি একাকী দাঁড়াইয়া আছি। আবার ছুটিতে আরম্ভ করিলাম, আমাকে অরন্য হইতে বাহির হইতে হইবে। চতুর্দিকে ছুটিতে লাগিলাম।

কিন্তু কোনদিক দিয়া আমি অরন্য হইতে বাহির হইতে পারিলাম না। সহসা একটি পাথরে হোঁচট খাইয়া 'মা মাগো' বলিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়া গেলাম।

কতক্ষন পর অনুভব করিলাম কেহ আমাকে জাগাইবার জন্য হাত ধরিয়া ঝাঁকাইতেছে। চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম পতিদেবতা আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতেছেন। বলিলেন, আমি নাকি ঘুমের মধ্যে বাচ্ছা মেয়ের মত 'মা মাগো।' বলিয়া ডাকিতেছিলাম, কিছু বলিলাম না। উঠিয়া বসিলাম, বুকে আবার সেই প্রাসাদের নীরবতা ও অদ্ভুত আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস অনুভব করিলাম, শরীর অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া বোধ হইল। স্নানঘর সাজঘরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। সাজঘরে গিয়া দেখিলাম আলমারীটি পূর্ববৎ বন্ধ রহিয়াছে। আমি খুলিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিলাম, কিন্তু খুলিতে পারিলাম না। স্নান এবং প্রাতঃরাশ করিয়া পরবর্ত্তি গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, গতকাল যেইরূপ এইস্থান হইতে চলিয়া যাইবার জন্য উদগ্রীব ছিলাম আজ তাহা অনুভব করিলাম না, পতিদেবতাকে বলিলাম আরএক রাত থাকিয়া যাই, কিন্তু উনি সম্মত হইলেন না।

আর্দালী যখন মাল লইতে উপরে আসিল তখন আমি তাহাকে

প্রশ্ন করিলাম পাশের ঘরে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা কি চলিয়া গিয়াছে? আর্দালী আমার প্রশ্ন শুনিয়া অবাক হইয়া বলিল পাশের ঘরে কাহারাও আসেনাই। এই প্রাসাদের যতগুলি তালাবন্ধ ঘর আছে কোনওটা আজপর্য্যন্ত খোলা সম্ভব হয় নাই। কারন উহার চাবি কোথায় এবং কাহার কাছে আছে তাহা কেহ জানে না, আমি বলিলাম গতরাতে আমাদের পাশের ঘরে আলো দেখিয়াছি। উহারা প্রথমে আমার কথা বিশ্বাস করিল না, কিন্তু ম্যানেজার বাবু বলিলেন আরও দুই চারিজন এই কথা বলিয়াছে। আমরা তখন ঐ ঘরটি দেখিবার জন্য ম্যানেজার বাবুকে তালা ভাঙ্গিতে অনুরোধ করিলাম, উনি প্রথমে রাজী হন নাই, কিন্তু আমাদের বারংবার অনুরোধে উনি সম্মত হইলেন। দুইজন আর্দালী একটি বড় লোহার হাতুড়ি লইয়া তালা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। ঘন্টাখানেক চেষ্টা করার পর তালা ভাঙ্গিল। দ্বার খুলিবা মাত্র কতগুলি আরশুলা ঘরময় দাপাদাপি করিতে আরম্ভ করিল। বহুকাল বন্ধ থাকার জন্য ঘরময় একটি ভ্যাপসা গন্ধ।

ঘরের এক পাশে একটি বহুপুরান ভাঙ্গা তানপুরা উহার তারগুলি ছিঁড়িয়া চারিদিক ছড়ান রহিয়াছে তানপুরার লাউটি ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা হইয়া পড়িয়া আছে। তবলার এবং সারেঙ্গীর অবস্থা তথৈবচ। সর্বোপরি এক ইঞ্চি ধূলার আস্তরন। গদির পাশে একটি বিবর্ন পিতলের রেকাবিতে কতগুলি : : গোলাপের কাঁটা এবং কিছু পাপড়ির মত কিছু চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, দেখিবা মাত্র আমি

দৌড়াইয়া আসিয়া আমার সেক্রেটারের পকেটে হাত দিয়া ফুলগুলি বাহির করিতেই দেখিলাম গতবারের তাহা ফুলের পরিবর্তে কতগুলা শুষ্ক বিবর্ন ফুলের পাপড়ি, পতিদেবতা দেখিতে আসিলেন আমার হাতে কি রহিয়াছে। সহসা একটি প্রবল ঘুর্ণী বাতাস আমার হাতের সেই কয়েকটি শুষ্ক বিবর্ন গোলাপের পাঁপড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সীমাহীন অনন্ত আকাশে উড়াইয়া লইয়া গেল। আর সেই সুরের আবেশ, আমার সমস্ত শরীরে একটি শিহরন জাগাইয়া দূর হইতে বহুদূরে, জীবনমরনের সীমানা ছাড়াইয়া মিলাইয়া গেল।

দিনটি ছিল FRIDAY THE 13th

East India Company

PUB & EATERY

With Best Compliments &

Good Wishes to

Bichitra

From the Staff and Management

• 349 York Ave. • 947-3097 • 947-5019

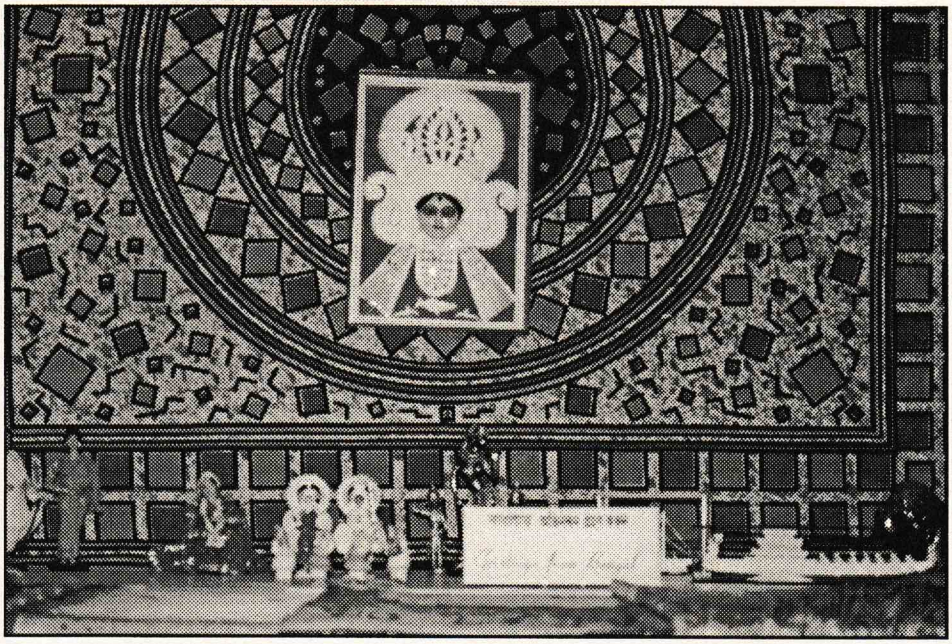

Participation of BICHITRA in Folklorama 1998

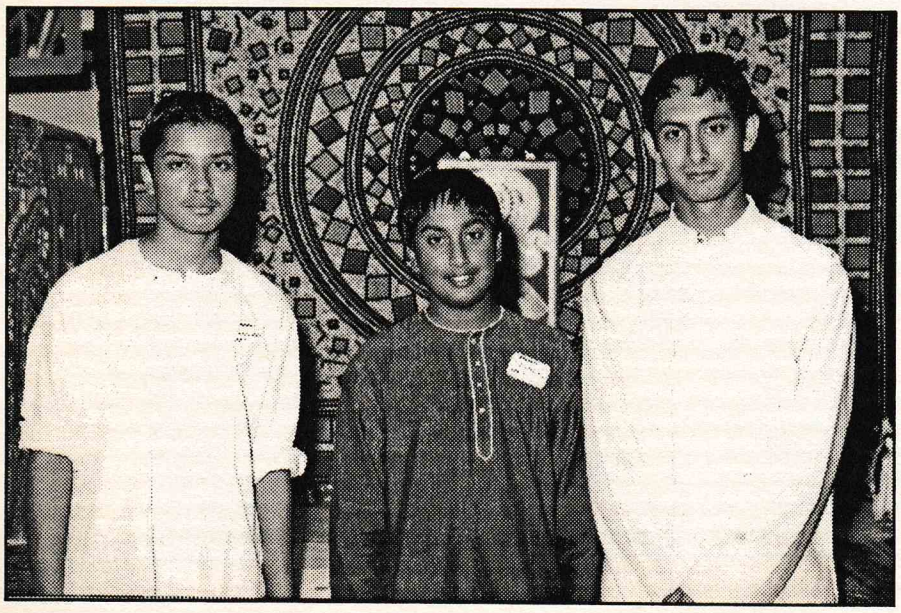

Rabindra - Nazrnl Jayanti 1998

Rabindra - Nazrnl Jayanti 1998

Durga Puja 1997

Durga Puja 1997

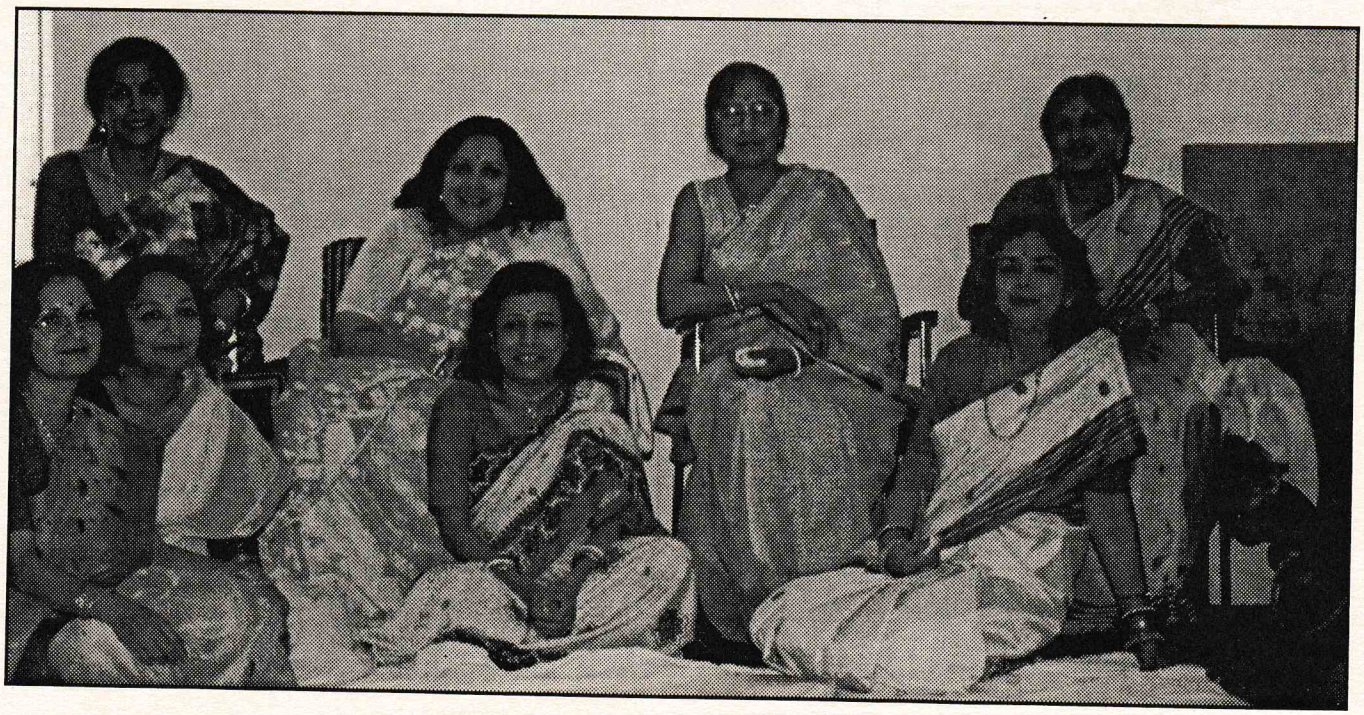

দিনশেষের রাঙা মুকুল

চন্দ্রা সেনগুপ্ত

হোলির মেলা লেগেছে দিগন্তে, ওই যে নীল মহা-সাগরের রূপালী ঢেউ এর মাঝে আবীর ছড়ানো আকাশখানি যেন লুকোচুরি খেলছে, —— কুঙ্কুমের দিনান্তে পশ্চিমে সূর্য অস্তে চলেছে।

Scenic পথে Amtrak এ চেপে Pacific এর কোল ঘেঁষে "Anaheim" যাচ্ছি, এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে যেখানে এমন সূর্যাস্তের অপরূপ প্রকাশ প্রকৃতিকে মোহময় করে তুলেছে। 'সূর্যোদয়' - 'সূর্যাস্ত' যদিও দৈনন্দিন, পরিচিত ঘটনা, তবুও, — সমুদ্রে পাড়ে, হিমগিরি শিখরের অন্তরালে, — দিগন্ত বিস্তৃত উপত্যকার সবুজ কোলে, কিংবা গভীর সবুজ পাইন বনের আড়ালে, — বিভিন্ন পটভূমিতে যখন দেখি তার বৈচিত্র্যময় রূপের প্রকাশ, কোন স্বর্গীয় মহিমায় উদ্ভাসিত, অমনই 'রবি-রচনে' নম্র মনে ভাবি, "বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে, অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে...."।

বিশ্বজুড়ে যখন দিব্য দৃশ্যের প্রকাশ ঘটছে, সে সময়ে আমি কিন্তু ট্রেনের মধ্যে বসে রাগ-বিরক্তি-হতাশা মিশ্রিত মানসিক অশান্তিতে ভুগছি! এতক্ষণ আমরা 'ডিনার' শেষে উঁচুতে observation/lounge car এ বসেছিলাম, কিন্তু সেখানে খুব ভিড়, গরম, শোরগোলে মাথা এত ধরেছে যে নিজের জায়গায় ফিরে এসেছি, (অবশ্য মেয়ে ও তার বাবা দুজনেই ওখানে বসে আছে) কিন্তু কি পোড়াকপাল আমার, — আমি যে বসেছি পূবমুখো আসনে, আর আমার উল্টোদিকে, পশ্চিমের জানালাটি সম্পূর্ণ বন্ধ। যাত্রী দুইজন — দুই সিটের উপর, — বৃদ্ধ দম্পতি ডবল সিটে শুয়ে আরামে নিদ্রায় আচ্ছন্ন। অবশ্য দেখেছি সারাদিন জানালাটা প্রায়ই বন্ধ, যাত্রিণী বৃদ্ধা, মনে হয় খুবই অসুস্থ — terminally ill, রেলের কম্বলের কম্বল চাপিয়ে সারাক্ষণই ঘুমাচ্ছেন। এই কামরায় দুটি বড় "Ukranian" "cousin" family ও চলেছে San Diego তে family reunion এ, সেজন্যই বোধহয় পশ্চিমমুখো জানালায় জুড়ে গোটা আটেক ছেলেমেয়ে (বয়স ৬ – ১৩) "সিনেমা" দেখছে, ('সূর্যাস্ত' টি জানলেই নয়, ওটা বোকামির জন্য) ট্রেনলাইনের পাশে চলা highway তে নানান গাড়ীর speed race, sea-bay তে yatch race/water ski দেখে চেঁচামেচি করছে তাদের আবোল তাবোল বুলি চিৎকারে মাথা খারাপ হবার জোগাড়। অগত্যা আমি এমন পূর্ব দিকের পাহাড় টিলা খেতখামার দেখছি আর ভাবছি, বুড়োবুড়ি কখন জাগবে? জানালা কি একটু খুলবে, সময় যে বয়ে যায়....।

শব্দ শুনে দেখি — বাঃ, ওরা দুইজনেই জেগে উঠেছেন, ভাবছি,

জানালাটা খুলে দিতে অনুরোধ করবো শুনতে পাবে কি? (ওরা দুজনেই hearing aid পরা) হঠাৎ দেখি বৃদ্ধা কি একটা বলছেন বৃদ্ধ ওর গালে ছোট্ট একটা 'হামি' দিল আর প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধা একটু হেসে সোহাগভরে বৃদ্ধের গালে 'হামি' এঁকে দিল, —— জানালাটা আর খুলবোই না ওরা, অশীতিপর দুই শিশুসাথীদের "ডিস্টার্ব" দেবো, কখনো না হয়তো, ভাবছি, — এমন যে মনের অতলে মোড়ক দিয়ে মোম ঢালিয়ে লুকিয়ে রেখেছে আমি তা জানতে পারি নি, —— এ আমি কি দেখছি?

কোন অস্তমিত সূর্যের — জীবনসূর্যের অনির্বচনীয় প্রণয় দেখছি আমি? হাঁটতে চলেছেন navy blue ব্রিটিশ স্যুট টাই পরা দীর্ঘদেহী সুপুরুষ স্বামীর সঙ্গে powder-blue ড্রেস আর মুক্তার মালা গলায় পরা যে অপরূপা নববধূ বৃদ্ধা নাতি-নাতনিদের দেখাতে বেরিয়েছেন, তিনি আর ক'দিন আছেন? এ পৃথিবীতে তার সময় যে শেষ হয়ে এসেছে। আজ এই বৃদ্ধ অতি সযত্নে হাতখানি ধরে আছেন, পারবেন কি তাকে আগলে রাখতে? এই সূর্যাস্তের শেষে সুদীর্ঘ বেদনার হাতখানি ধরে তাকে সে সূর্যাস্তেরই প্রতীক্ষা করতে হবে! .... ঘোর কাটলো মেয়ের আওয়াজে, — "oh-h ma তুমি cry করছো? so-o sorry mom, you should see the sunset – তুমি দেখেছো?" আমি হেসে বললাম "হ্যাঁ রে, আমিও sun set দেখেছি"।

* * * *

দেশে ফিরে ভোরবেলায় প্রতিদিন একটি দৃশ্য দেখে প্রবাসিনী বড়ই খুশী হয়। নিত্যপূজার শেষে, একটি বিশিষ্ট পুরনো চেয়ার টেনে (যেটা এখন টুল হিসাবে ব্যবহৃত হয়) দেওয়ালে রাখা উঁচুতে টাঙানো পূর্বপুরুষ/গুরু/প্রিয়জনদের ফটোতে, নিজের হাতে তৈরী মালা পরিয়ে যখন সর্বশেষে নিত্য অভ্যাসে অকালমৃত মায়ের ফটোতে মালা পরান, তখন সত্তরোর্ধ্ব বাবাকে দেখে প্রবাসিনীর প্রাণটা হু হু করে ওঠে। কেননা সে নিজেই মালা পরাতে চায় মনে মনে মায়ের ফটোতে, — কিন্তু ঐ নড়বড়ে চেয়ারে ওঠাটাই যেমন বাধা তেমনি লজ্জাবোধ "বাধা", সে কি পারবে? আড়াল থেকে অবাক বিস্ময়ে তাই বাবার শিল্পকর্মটি দেখে মুগ্ধ হয়। (সুষম সৌন্দর্য্যে অঙ্গনে আলপনা রচনায় মা যে শিল্পী বলে পাড়ায় খ্যাত ছিলেন), অভিনব এই মালা গুলি — মধ্যবিত্ত অবসরপ্রাপ্তের সংসার, নিত্যপূজার শেষে যা ফুল থাকে তা দিয়েই মালা গুলি তৈরী হয়, তবুও প্রতিমালায় থাকে তিনটি মাত্র বড় ফুল, গাঁদা বা চন্দ্রমল্লিকা বা জবা, দৈবাৎ মাঝে ২/৩টি মুচকুন্দ ফুল থাকে, এর জের শেষ নেই; যেদিন কিছু ফুল বাড়তি থাকে, বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথও মালা পরেন। তবুও একদিন স্কুল থেকে প্রবাসিনী বলেছিল, "বাবা আজ

আমি মায়ের মাটিতে নতুন আগমনায়, মনটা দিই"? আগমনার আঁচড়ে গিয়ে সে উপলব্ধি করেছিল দুটি স্নেহকোমল চোখ তার 'আত্মজার' শিল্পকর্মটি বহুদূর আগ্রহে প্রত্যক্ষ করেছে। এখনও অন্তরে প্রবাসিনী হৃদয়ের অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে উপলব্ধি করে, অপরাধী ভাবে নিজেকে — সে কেন বাঁচতে চাইছে? তাড়াতাড়ি বলেছিল — "না বাবা, ঐ টুলে আমি উঠতেই পারবোনা, তুমিই কোন ধারে, বাবা তবুও জেদ করেছেন — না রে, তোর ইচ্ছা করে, ঠিক পারবি"। শেষ পর্যন্ত মেয়েরই জিদ জয়ী হয়েছিল, কিন্তু সেদিন, বাবার চোখের করুণ চাওয়া-না পাওয়ার বিরহ মধুর মানসিক অনুভূতি প্রবাসিনীর মনে দাগ কেটে দিয়েছিল গভীর ভাবে, দিয়েছিল চিরশান্তির পরশ, খুশী মনে সে ভেবেছিল "মা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে, দু হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মতো হেসে ....."।

(ধর্মশীল মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে দাম্পত্যজীবনের আবেগ উচ্ছ্বাস যে খুব একটা দেখেনি, অবশ্য কিছু ঘটনা, হাসি কৌতুক, মনের আভাস ছাড়া, তবুও একটি বিশেষ ছোট্ট ঘটনা বারে বারে রহস্য আচ্ছন্ন হয়ে আছে প্রবাসিনীর মনে, একবার প্রবাসিনী, — বহুবার শোনা বাবার গলায় প্রিয় গানটি "আমি তোমার মত শুনিয়েছিলাম গান" টি টেপ করে নিতে চেয়েছিল, হারমোনিয়মে সুরটি তুলে থেমে গিয়ে বাবা বলেছিলেন — "আমার আবার গান — আর হয় না রে, আমি বরং চৈতন্যচরিতামৃত পড়ছি, সেটাই টেপ কর, বলে হরেকৃষ্ণ হরেরাম" শুরু করেছিলেন। মাতৃহারা প্রবাসিনীর মনে পড়েছিল ছেলেবেলার কথা, — 'পঙ্কজী গায়কী' চালে বাবা যখনই প্রিয় গানটি শুরু করতেন, সেমতেও, মায়ের বিরক্তি ভরা কণ্ঠে উঠতে পারে মা ঘর ছেড়ে চলে যেতেন, বাবাও খুব হেসে জোরেই গান গাইতেন। বাবা মা নিজেরা বলা কওয়া, কিংবা আত্মীয়দের আলাপ আলোচনা থেকেই ঘটনা তাদের ছেলেমেয়েরা জেনেছে, কিন্তু এই ঘটনার কি রহস্য — তার স্মৃতিতে সে ভুলে নেই! আজ প্রবাসিনী ভাবে — নাঃ থাক, — কিছু স্মৃতি, কিছু কথা, কিছু রহস্য যা দুটি প্রাণীতে আবদ্ধ থাকে চিরকালের জন্য, থাক লুকিয়ে, তার সমাধান খোঁজাই বৃথা।)

প্রিয়জনের মৃত্যু কি শুধুই বেদনার? প্রবাসিনী ভাবে — তা বোধহয় ঠিক নয়। ..চল্লিশ বছর পর, সে যখন বাবার মহাপ্রয়াণের খবর পেয়ে, [illegible] কোচে ছুটন্তমান, অমনি তার মনে ফিরে এসেছিল এক শীতের সকালে দেখা বৃদ্ধের দুটি স্নেহ কোমল চোখে ব্যথার আকুলতা, প্রবাসিনী আর কাঁদে নি, এখনও গভীর শোকে হারিয়ে ফিরে এসেছিল অজানা এক অনুভূতি, অজানা এক

ঘুম, অজানার এক শান্তি, এজন্য মনে যে প্রার্থনা করেছিল

" যাও হে নিঃসঙ্গ পারাবত বিহঙ্গ, অঘুমের শান্তির পারাবার পেরিয়ে, যাও দূরে উড়ে — চিরশান্তির চিরমিলনের দেশে, শান্ত হও, সুন্দর হও অমল হও, পূর্ণ হও ......"।

অনন্ত যাত্রায় বয়ে চলেছে নদীর স্রোত, কাল মেপে মহাকালের পাশে হেঁটে চলেছে সময়, পৃথিবীর গতিচক্রে প্রতিদিন সূর্য ওঠে, অস্তে যায় সে, প্রতিনিয়ত প্রস্ফুটিত প্রাণ হয় শেষ, মৃত্যু ও জন্ম অবধারিত —— কারোর জন্যই এরা থামে না, কিছুতেই বন্ধ হয় না এর গতি — কিন্তু যাত্রায় কি থাকে না কিছুই, — সময় স্রোত জীবন এর কিছু চিহ্ন দিতে পারে? মনে হয় থাকে — থাকে বৈকি কিছু, — বয়ে যাওয়া স্রোতের পলিতে কালের গতিতে ধরা ধূলিকণায় ক্ষীণতম আঁচড়, আর জীবন সূর্যাস্তের পারে স্মৃতির ছোঁয়া —— স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার অন্তরে অস্তিত্বে নিঃশ্বাস টুকু থেকে যায় অতুলনীয় প্রকাশে; সেইখানটি রেখে যায়, বাতাসে বাতাসে, আলোয় আকাশে, সুগন্ধী নির্যাসে, ঝরে পড়া কুসুমের কোরকগুলি —— দিনশেষের ঝরা মুকুল মালীর।

[illegible]

সময়ের সঙ্গে

পল্লব গাঙ্গুলী

রাত তখন সাড়ে বারোটা—ষষ্ঠীর রাত। Canada থেকে Telephone করেছি। বিষ্ণুপুরের বাড়ীতে তখন সকাল সাড়ে দশটা— সপ্তমীর সকাল। মনে প্রাণে গাঙ্গুলী বাড়ীর পুজোর দিনগুলো ভাবছি। বাড়ীর কাজের লোক কানাই Telephone এ কথা বলল। 'সাহেবরা গাঙ্গুলী বাড়ীর পুজোয় গেছে আমতলার বাড়ীতে'। হঠাৎ নিজেকে ফিরে পেলাম। পুজো আরম্ভ হয়েছে অথচ আমি বিছানায় শুতে যাব। এটা কেমন করে সম্ভব!

ঢাকের আওয়াজে নিজেকে ফিরে পেলাম। তনুদি একগাল হেঁসে বলল পল্লব, ফুলের থালাটা একটু এগিয়ে দে— বড়মা হাত পাচ্ছে না। আমার হাত বাড়ানোর আগেই দেখি খোকন কাকুর হাতে ফুলের থালা। তনুদি—পল্লব, তুই বড্ড অলস—বসেই থাক্। অগত্যা আকুর দিকে চোখ ফেরালাম। আকু তখন বেশ জাঁকিয়ে বসেছে বাবা কাকাদের সঙ্গে। 'বুঝলে দাদা— CPM আর বেশী দিন নেই।' ছোট কাকা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বাবা এই সুযোগে দুটো কথা বলে ফেলল— 'ও আমি আগেই বলেছি। Congress এর একটা Tradition আছে। জ্যোতিবাবু এবারে কত হবে।' হঠাৎই কানে আসল— 'বৌদি, আমাকে ভোগের রান্নাটা তাড়াতাড়ি দেবেন'। সঙ্গে সঙ্গে মার জবাব— 'পুরুতমশাই' এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না। ভাবলাম, সবাই কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত আছে। আমার দরকার চেয়ার ছেড়ে উঠে কিছু কাজ করা। মেজদা ঠেলা দিয়ে বলল— 'এবারের খাবার Arrangement দেখেছিস? পুরো তিনদিনের Arrangement'। বাবুয়া পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল— 'মেজদা, মিষ্টদা কিছুই দেখেনি। আমি, রাঙ্গাদা আর মিহিরদা দেখেছি, চমৎকার arrangement'। পুরুতমশাই চেঁচিয়ে উঠলেন— আর দেরী করবেন না। পুষ্পাঞ্জলীর সময় হয়েছে। হই হই করে কুড়ি পঁচিশজন লোক জমা হয়ে গেল। আমি ফুলের জন্য হাত বাড়ালাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার হাতে লেগে ফুলদানি থেকে একটা ফুল আমার মুখে এসে পড়েছে। ঘড়িতে দেখলাম সকাল সাড়ে আটটা— আমার সপ্তমীর সকাল।

'মা' কে লেখা 'পার্বতীর' চিঠি

মঞ্জুশ্রী রায়

মাগো – আজই চিঠি পেলাম,
দুঃখ কিসের বলো তো মা –
সাত বছরেই তো গেলাম ॥

কার্তিকেয়, গনেশ আর
লক্ষ্মী, সরস্বতী –
এদের নিয়ে যাওয়া মানেই
পড়াশুনার ক্ষতি ॥

তোমার চিঠি পেয়ে সবাই
আনন্দে আটখানা –
বলো তো মা কেমন করে
করি এদের মানা ॥

সবার উপর আছে আবার
তোমার হাতের গুণ –
নানারকম মশলা দিয়ে
রান্না সুনিপুণ ।

মাগো তুমি দিনেক তিন
দেখা হবে তোমার সাথে
মাঝে মাত্র কটা দিন ॥
প্রনাম জেনো –

ইতি – তোমার পার্বতী

একই সুর

বিভূতি মণ্ডল

ইব্রাহিম লোদিরে জিনি জিনিয়া সংগ্রামে
রাজ্য প্রতিষ্ঠিলে তুমি এ ভারতভূমে
উত্তর খণ্ড জুড়ি বিজয় নিশান
জানালো নাইকো জুড়ি তব বলীয়ান।
স্বদেশ ত্যজিয়া তুমি এসেছিলে বীর
এ ভারত এ শ্যামল যমুনার তীর
কোরেছিল মুগ্ধ তব, তাই তব মন
চেয়েছিল এ দেশেরে করিতে আপন।
করিতে পারনি তুমি জয়
তোমার প্রজার চিত্ত ভয় —
'অজানা বিদেশী তবু তাহাদের
আপনার নয়।
শুধু ঘরে, পুত্রের জীবনের তরে
আপন জীবন দিলে বিধাতার চরণের পরে
তোমার মৃত্যু দিয়ে চিনালে তোমায়
প্রজারা তোমার মাঝে পেল আপনায়।
পুত্রস্নেহে বিগলিত তোমার এই প্রাণ
কোরেছে তোমারে মহীয়ান
হে সম্রাট বাবুর,
জেনেছি ছিলেনা তুমি অজানা সুদূর —
তোমার প্রাণের সুর বাজে
চিরন্তন পিতৃপ্রাণ মাঝে
একই রাগে একই লয়ে
সকাল সন্ধ্যা দিন সাঁঝে।

হে নবীন

বিভূতি মন্ডল

আমার এ প্রেম রইলো তোমা অনেক যতন কোরে
ওগো তোমার তরে,
নাইবা হল প্রেমের খেলা এবার এ জনমে,
প্রেমের দিপখান থাক না জেগে
আমার এ মরমে,
পরের জনমেগো যেন তোমায় কাছে পাই
তোমার প্রেমে তোমার মাঝে হারিয়ে যেতে চাই,
নাইবা নিলে জন্ম তুমি কিউবা, পানামায়
জন্ম নিও গঙ্গা পাড়ে আমার কলকাতায়,
প্রথম তোমায় দেখে যেন হয়গো আমার মনে
কোথায় কবে দেখেছিলেম কোন সুখ স্বপনে!
সাগর পারের শীতের দেশে রঙীন নদীর তীরে
আর জনমের প্রিয়া কিগো এলো আবার ফিরে!
মিষ্টি তোমার হাসির ছোঁয়া তোমার কালো আঁখি
আবার আমায় লয়গো যেন তোমায় কাছে ডাকি,
আবার যেন পাশাপাশি কাটে অনেক ক্ষণ
তোমার প্রাণের মধুর ছোঁয়ায় ভরে আমার মন,
তখন আমি চাইব তোমায় অনেক কাছে পেতে
তোমায় সাথী করে সুখের স্বপনদেশে যেতে।
অনেক কাছে থেকে তোমার দেখব মুখখানি
জোছনা মেশা কমলকুসুম নয় যেগো হয় মলিন,
হারিয়ে দেব রঙীন গোলাপ তোমার খোঁপার কোনে
বলব তাহা এবার যাহা রইল সংগোপনে,
যদি তুমি চাওগো তখন এক সে শুভক্ষণে
সেই জনমে সাথী ওগো তোমার সিঁথির কোনে
আমার, প্রেমের রঙীন রঙ পরাব অনেক যতনে,

DIDAR GROCERY MART

110 Admar Road
(Across Capri Motel)
1319 Pembina Hwy., Winnipeg
Phone/Fax: (204) 275-6060
Res: (204) 269-0550

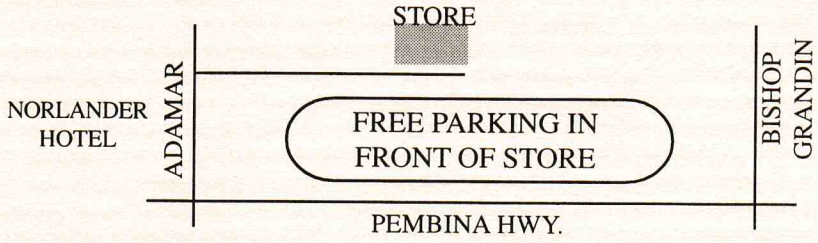

- EAST-WEST INDIAN GROCERY AND SPICES
- FRESH FRUITS AND VEGETABLES FROM INDIA EVERY WEEK
- NEWLY RELEASED HINDI MOVIES AND DRAMAS AND AUDIO TAPES
- FRUIT FLAVOURED ICE CREAM AND KULAFI • NEAT AND CLEAN DAALS AND SPICES
- BRAR BESSON, CORN FLOUR ATTA AND BASANT FLOUR
- UNCLE CHAD'S SNACKS COCTAIL SAMOSA CRISPY, READY TO COOK.

EASY TO SERVE VEGETARIAN SAMOSA 50 pcs. FOR 3.99 • MOVIE CONVERSION • FAX SERVICE

We Thank You Very Much For Yopur Continued Support

Business Hours - Monday to Saturday 10:00 AM to 9:00 PM
Sunday and Holidays 10:00 to 7:00 PM.

Special Discount and Free Delivery of Grocery for Gurudwara and Mandir

Mr. Bhadresh Bhatt's

HENRY ARMSTRONG'S INSTANT PRINTING

3129 PORTAGE AVENUE
WINNIPEG, MB. R3K 0W4
PHONE: (204) 889-3030
FAX: (204) 889-6941

1859 PORTAGE AVENUE
WINNIPEG, MB. R3J 0G8
PHONE: (204) 832-9376
FAX: (204) 889-5602

- ✔ INSTANT PRINTING
- ✔ INVOICES & STATEMENTS
- ✔ SOCIAL TICKETS
- ✔ TYPESETTING
- ✔ BUSINESS CARDS
- ✔ BINDERY SERVICE (Cerlox)
- ✔ CARBONLESS FORMS
- ✔ FLYERS
- ✔ BROCHURES
- ✔ ENVELOPES
- ✔ FAX SERVICE
- ✔ COLOUR LASER COPIES
- ✔ COMMERCIAL PRINTING
- ✔ LAMINATING
- ✔ NEWSLETTERS
- ✔ LETTERHEADS
- ✔ RESUMES
- ✔ OFFICE SUPPLIES
- ✔ OFFICE SUPPLIES

• PRINTING • COPYING • TYPESETTING • and more!!

বিশ্বকাপ ফুটবল

বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা ১৯৯৮ সনের ১০ই জুন আরম্ভ হয়ে ১২ই জুলাই শেষ হয়েছে, এ বছরের খেলাটি হয়েছে ফ্রান্সে, এই ফ্রান্সেই বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রতিষ্ঠাতা জুল রিমের জন্ম হয়েছে ১৮৭১ সনের ২৪শে অক্টোবর, তারই একনিষ্ঠ চেষ্টার ফলে বিশ্বকাপ ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা "ফিফার" জন্ম হয়, ১৯২০ সনে তিনি ফিফার প্রেসিডেন্ট হন, তারপর ১০ বছর পরেই ১৯৩০ সনে প্রথম বিশ্বকাপ খেলাটি হয় এবং এখন খেলাটি হয় প্রতি ৪ বছর অন্তর।

বৃত্তাকার এই চর্মগোলকটির মধ্যে এমন কি আছে যে এর আবর্তন ও বিবর্তনের সঙ্গে সারা বিশ্বের মানব সমাজ আন্দোলিত হয়, সুখস্মৃতিও হৃদয়াবেগে ভেসে যায়?

খেলার বিষয় স্বামী বিবেকানন্দকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কোন খেলা ভাল? স্বামীজী বিনা দ্বিধায় উত্তর দিয়েছিলেন "কেন ফুটবল খেলা, যে খেলায় আছে পদাঘাতের বদলে পদাঘাত। তাছাড়া গীতা ও ফুটবল প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কিংবদন্তী উক্তিটিও আমরা স্মরণ করছি: "হে আমার যুবক বন্ধুগণ তোমরা সবল হও - তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য, গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরো নিকটবর্তী হইবে।"

১৯৩০ সন থেকে ১৯৯৮ সনের খেলার ফলাফলের একটি তালিকা দেওয়া হল।

বিশ্বকাপ ফুটবলের গত ৬৮ বছরের ফলাফল

সাল	স্থান	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স	তৃতীয় স্থান
১৯৩০	উরুগুয়ে	উরুগুয়ে—৪	আর্জেন্টিনা—২	......
১৯৩৪	ইতালি	ইতালি—২	চেকোস্লোভাকিয়া—১	জার্মানি
১৯৩৮	ফ্রান্স	ইতালি—৪	হাঙ্গেরি—২	ব্রাজিল
১৯৫০	ব্রাজিল	উরুগুয়ে—২	ব্রাজিল—১	সুইডেন
১৯৫৪	সুইজারল্যান্ড	পশ্চিম জার্মানি—৩	হাঙ্গেরি—২	অস্ট্রিয়া
১৯৫৮	সুইডেন	ব্রাজিল—৫	সুইডেন—২	ফ্রান্স
১৯৬২	চিলি	ব্রাজিল—৩	চেকোস্লোভাকিয়া—১	চিলি
১৯৬৬	ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ড—৪	পশ্চিম জার্মানি—২	পর্তুগাল
১৯৭০	মেক্সিকো	ব্রাজিল—৪	ইতালি—১	পশ্চিম জার্মানি
১৯৭৪	পশ্চিম জার্মানি	পশ্চিম জার্মানি—২	হল্যান্ড—১	পোল্যান্ড
১৯৭৮	আর্জেন্টিনা	আর্জেন্টিনা—৩	হল্যান্ড—১	ব্রাজিল
১৯৮২	স্পেন	ইতালি—৩	পশ্চিম জার্মানি—১	পোল্যান্ড
১৯৮৬	মেক্সিকো	আর্জেন্টিনা—৩	পশ্চিম জার্মানি—২	ফ্রান্স
১৯৯০	ইতালি	পশ্চিম জার্মানি—১	আর্জেন্টিনা—০	ইতালি
১৯৯৪	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ব্রাজিল—৩	ইতালি—২	সুইডেন
১৯৯৮	ফ্রান্স	ফ্রান্স—৩	ব্রাজিল—০	ক্রোয়েশিয়া

'উদ্বোধন' পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

— মোহন বল

Kazi Nazrul Islam

Soubhik Maiti

Kazi Nazrul Islam is a great poet of Bengal. He was born in Asansoul, in West Bengal in April 24, 1899. When still a school student in his teens Nazrul joined the newly recruited Bengali regiment in 1916 and was sent to Mesopotamia some months before the armistice. The regiment was not given a chance to face battle but all the same Nazrul got his fill of the fighting gusto which later-found expression in poetic effusion and warmth.

His first two significant poems, Pralayollas (Exhilaration at the Final Dissolution) and Vidroho (Rebellion) appeared early in 1922 and his first book of poems Agni-bina (The lute of fire) was out before the year was over. The book was received with an enthusiasm never experienced in India before or since thereafter. He produced more than twenty books of poetry and songs and some fiction and plays.

After Agni-bina his best known books of poems and songs are Dolon-chapa, Bshiser Bansi (The Poisonous Flute), Bhangar Gan (Songs of the Break-up), Puber Hawa (The East Wind) and Bulbul.

Kazi Nazrul Islam, popularly known as "Vidrohi Kobi" (Rebel poet) took the bengali literary world by storm by his poem, "Vidrohi" or the Rebel. Probably no other single poem influenced the Bengali society and people so deeply, and this poem, along with many other patriotic poems and songs, inspired the freedom fighters during the struggle against the British rule in India. Many regard him as the greatest poetic force in Bengali literature after world famous poet Rabindranath Tagore. He was awarded Jagat-tarini by the university of Calcutta in 1945. In 1960 he was awarded Podmo-bhuson by the Government of India. In 1969 he was awarded Doctor of Literature by Rabindra Bharaoti University in Calcutta.

Both Nazrul's poems and prose writing exuberate a certain force and energy, denouncing all social and religious bigotry and plurality, cultural differences and oppression as the principal reasons for national discord and disharmony. Many of his songs and poems were banned by the British administration in pre-partition India.

Nazrul also got equal prominence and popularity in writing songs, almost 3,000 of them, the largest by any Bengali poet who composed music. Many of his songs, particularly the love songs became instantly popular and are still revered today. His songs are extremely romantic, lyric, and rich in metaphors. All his work truthfully represents the life-style he led - the struggle of a poor childhood, his intense patriotism, and his bohemian life as a poet. Kazi Nazrul Islam passed away on August 29 1976 in Dhaka.

Life in Reverse

Riya Ganguli

As I sit in a quiet place near my school, I remember her fate. As I watch the sun set over the hill, I think of how I could have helped her.

Reader I'm sure your wondering who 'she' is. Well, my story goes back to about a year ago...

I was studying with my best friend, Priti. Priti was a pretty girl with deep brown eyes, which held knowledge and her silky black hair was tied back into a single pony tail. Priti's uniform was crisp with a plain white blouse and blue skirt.

We were studying for our exam, which was coming soon. She and I were always serious about school which made us good students, with Priti at the top of our class. The other girls laughed and played while we, under our favorite tree, sat and studied.

"Priti what lesson do we have next?" I asked casually.

Without looking up from her book she answered "Maths."

Then, sensing that I wanted to start a conversation, she smiled and looked up from her book.

"Let's take a break from all this studying and talk."

We talked about teachers, classes, movies etc. All the time I felt close to Priti for we had been best friends for six years. We shared all our secrets and did everything together.

A gusty wind blew and the big coconut tree which we sat under shook slightly in the wind-- nothing to be afraid of. But, I had this feeling, an
indescrible feeling like fright and confusion mixed. The terrible wind blew our long hair over our faces. But nothing unusual. Still, while Priti was talking, I still had that feeling. Was it a warning? If so for what? The tree shook fiersely giving me a shock. Priti had now stopped talking and went back to studying. I did as well.

Suddenly in the distance, I heard frantic voices. I did not pay attention. Then, the voices came closer and sounded more panic stricken. In the heavy wind, I heard the muffled voices say "Get out...the tree's going to fall...Hurry...". I looked at Priti, she had heard the voices too. Now the whole school seem to be saying the same thing. Every minute their voices seemed more and more frantic.

I understood then I ran. The whole thing was a blur after. Priti started to run, the tree started to fall, the voices of the school screeming all at once. It came so fast. Priti didn't run fast enough. I think I fainted afterwards.

I found myself in a hospital bed with a couple of minor cuts and my head very sore. " Where's Priti? How is she?" All these questions tumbled out of my mouth to the doctor.

He explained "Priti is alive. But... she is paralyzed. I'm sorry" his

voice was soft and comforting.

"Will she be able to go to school?" I asked, troubled.

"No she is too weak. Now rest" said the kind voice.

Now as I stare out over the hills at the beautiful sunset, I think, ' why her? And ' why didn't I help her?

If only I could turn back time. If only I could have helped her...

705 Sargent Avenue, Winnipeg, Manitoba, R3E 0B2

TEL./FAX (204) 772-4055

LARGEST SELECTION IN WINNIPEG FOR 22K GOLD JEWELRY

TO A BIGGER AND BETTER STORE TO SERVE YOU BETTER!

Certified Jewellers
INCREDIBLE PRICES!

- SPECIALISTS IN CUSTOM-MADE JEWELRY
- EXPERT REPAIRS
- 24K BANGLES & KARAS
- APPRAISALS WITH PHOTOGRAPHS AS REQUIRED BY CANADIAN CUSTOMS

"COME VISIT NEW DELHI JEWELLERS FOR ALL YOUR JEWELRY NEEDS"

The Seasons

Sourabh Maiti

The seasons are wonderful times,
That come in many shapes and colors.

When I walk down the street in the crisp cool air
Lightly blowing on my face and the dry leaves
Crunching beneath my shoes,
I realize fall is here.

One night I get out of bead, put my jacket on and go outside
I find glittering, soft snow on the ground.
A cold night breeze softly blowing the sparkling snow
I realize the winter is here.

One morning I wake up early for school and step outside
Tiny drops of dew still dampen the grass
Some small flowers grow in the cold soil.
I realize spring is here.

One night I lay in my bed and look out my window
I see the leaves on the trees outside my window sway
In the warm breeze, I hear the birds chirping.
I realize summer is here.

A year has passed,
And more wonderful times are to come.

Westman Plastics Ltd.

Dauphin, Manitoba, Canada.

Bijoya Greetings To One And All

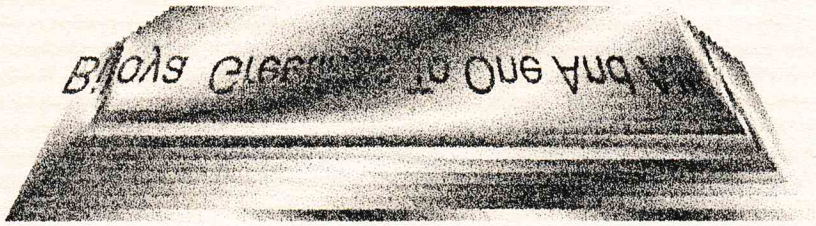

Distributor of "Doskocil" brand Pet Products

AND

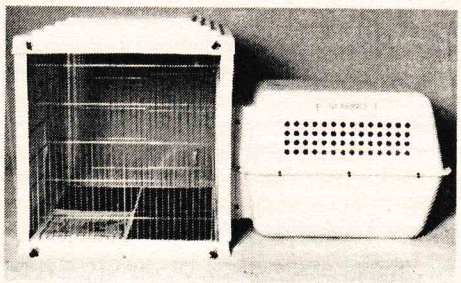

Manufacturer Of RV Parts And Accessories

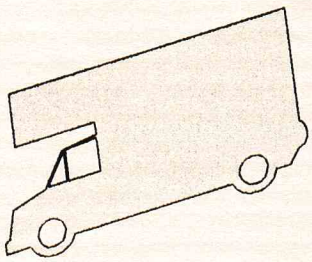

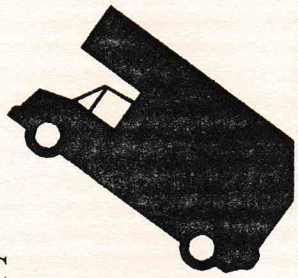

MOST AERODYNAMIC CAR TOP CARRIER

Tel: (204) 638 - 4111 Fax : (204) 638 - 7495 Toll Free : 1-800-908-9688

Wise Thoughts
(A collection)

By

Urmila Samanta

Freedom is not worth having if it does not connote freedom to err.

Mahatma Gandhi

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.

Thomas Jefferson

Faith is love taking the form of aspiration.

William Ellery Channing

He does it with a better grace, but I do it more natural.

William Shakespeare

Be happy while you're living, for you're a long time dead.

Scottish Proverb

Honor lies in honest toil.

Grover Cleveland

Human kindness has never weakened the stamina or softened the fiber of a free people. A nation does not have to be cruel in order to be tough.

Franklin Delano Roosevelt

You will never 'find' time for anything. If you want time you must make it.

Charles Buxton

Great minds have purposes, others have wishes.

Washington Irving

In this world it is not what we take up, but what we give up, that makes us rich.

Henry Ward Beecher

Understanding is a two-way street.

Eleanor Roosevelt

Every human being comes from the hand of God, and we all know something of God's love for us. Whatever our religion, we know that if we really want to love, we must first learn to forgive before anything.

Mother Teresa

The heart of a fool is in his mouth, but the mouth of the wise man is in his heart.

Benjamin Franklin

To err is human; to forgive, divine.

Alexander Pope

Cowards die many times before their deaths; The valiant never taste of death but once.

William Shakespeare

India KING RESTAURANT

The Finest East Indian Cuisine

4 - 208 Marion St.
Winnipeg, MB
Phone: 237-7126
St. Boniface

Fully Licensed

India King welcomes everyone in it's palace for it's majestic food.

Stories of the Sea

Riya Ganguli

The sea can be smelly
The sea can be old
But the sea has stories
Just as good as gold

Like the story of the man
Who fell out of his ship
Maybe his crew threw him out
Maybe he tripped.

Or the story of the iceberg
Which hit a great ship
The gigantic beast sunk to the bottom
But the memories are kept.

So you see, the sea may be smelly
And it is old
But the wise sea
Has stories as good as gold.

Night time

Riya Ganguli

Night comes like a mysterious fog
Darkening the city streets
People in their light-lit homes
Lay fast asleep.

Out in the country
Night brings out the stars
The moon's casting a silver glow
That can be seen from afar.

Night is the time when creatures
Big and small and thiner
Come out of their day-slumber
To catch their dinner.

I lay in my bed
watching the night's mist
My eyes about to dream
About the day's quest.

Stranger

Samir K. Bhattacharya

I have made it to this country - thank heavens.
- Under the pretence of higher education, and
Vow to go back and serve my country better.
Years gone by –
Got the education, got the job too.
First there was an apartment,
Then a house in a 'nice' neighborhood.
Kept accumulating possessions.
Secretly in my heart I compare
Mine with my friends'.
In my spacious room,
Adorned with paintings, sculptures
From the 'old' country,
I feel sick (as if overstuffed).

Try so hard to integrate –
Barbeque, ballet, opera, etc., etc.;
No it doesn't work.
I am still a stranger.
I don't understand Shakespeare, Milton
The way Gerard does; or Belzac, Molliere
The way Jacques does.
Now I don't understand 'Shankar' either.
The way my brother Netai does.

People see me happy;
The folks back home for sure.
I am few of the fortunates who got away
To the promised land –
where everything is beautiful, plentiful.

There is no limit, have to have more.
Surrounded by satisfied friends;
Weekend parties –
Over scotch we talk about
Our great 'old' country;
Its' progress, politics, pollution;
Where to buy our fish, goat, parbal.

Visiting home – holidays.
Suffocating with attention,
Love, envy and respect.
I am different,
Not one of them anymore.
Must be careful not to get sick.
I find a strange land, unfamiliar
In looks and spirit. Betrayed –
By millions like me.
. I have no where to go - in true exile.
I am a stranger to myself.

We Welcome You To

INDIA PALACE RESTAURANT

Serves a Meal Royally Fit for the Maharaja

Marion Warhaft
Winnipeg Free Press

- **Sweets are available all the times.**
- ***CATERING FOR ALL OCCASIONS***

Lunch & Dinner Buffet $5.99
7 Days a Week - Lunch

Wednesday Night Vegetarian Special
All You can Eat

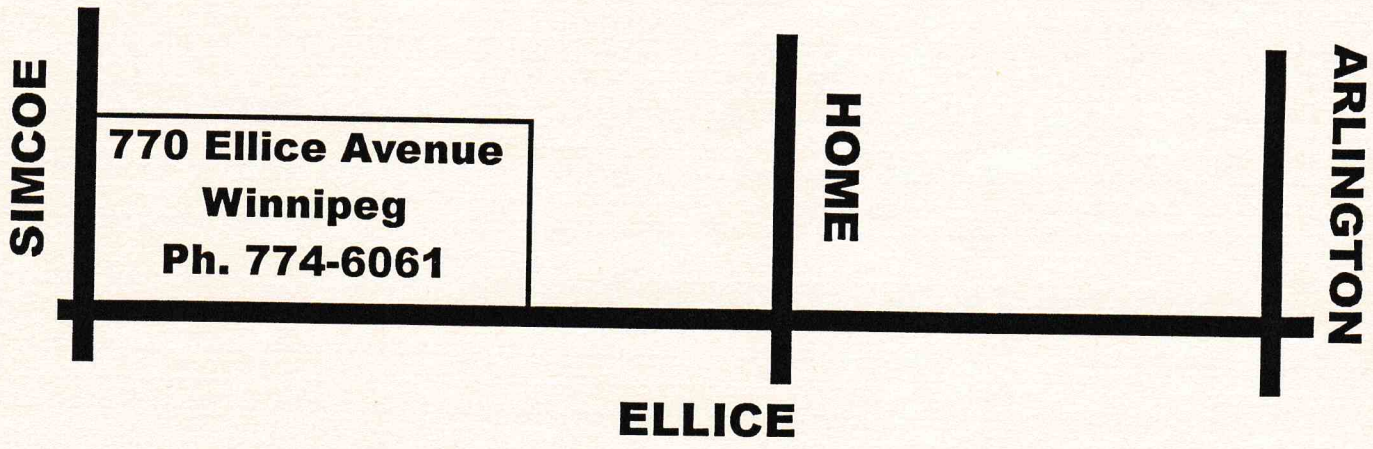

Samir K. Bhattacharya

Existence

The call came from the hospital as I was ready to leave home. A patient of mine, Mr. C had sustained a sudden cardiac arrest. He had an emergency operation three days and was doing better than anybody had expected. By the time I got to his room, the resuscitation team had given up and left. He was lying there, restful as if asleep though with a deadly pallor. His skin was still warm. This man was walking, talking, joking just an hour ago - but now was dead. He was an ordinary, simple man, and for some reason likeable. He cried the night before surgery - he was very afraid. But on the day after surgery, while still on the ventilator, he smiled at me. He was happy that he had made it.

I stood at the bedside with utter disbelief - how could this happen? Is he really dead? Medically, yes. There was no heart beat, no respiration, he was totally unconscious, unresponsive. Science has decided to call a person dead when there is no brain activity (brain-dead) though other organs including the heart, could function normally. In other words "life" exists only with the viability of the brain. So from a "dead" man "live" organs could be transplanted to another man to sustain his life. For the same reason, a brain transplant will never be a clinical reality due to the lack of donors except, for very rare situations when the body is totally mutilated or diseased with a normal healthy brain with ultimate altruistic mood.

After so many years dealing with life and death face to face, it is still difficult for me to understand this paradox. What exactly happens when brain ceases to function? I was told at the time of death soul leaves the body. But the millions of "live" cells (units of life) are still alive but without the "life force" (the master), no longer has the "will to live". The human body a superb complex machinery, sophisticated beyond any comprehension cease to function without the presence of the "master".

There are clinical situations when human beings could be in a sort of "suspended animation". For example, during some types of surgical operations there are prolonged periods of "total circulatory arrest", i.e., no circulation of blood through the entire body. During that time, the functions of the brain, heart, lung, etc. are at virtual standstill. The only difference between this and real death is that in the former probability of recovery exists. Similar situations can arise in profound hypothermia, cardiac arrest, drowning, etc. What happens to the soul during this period of time? Are these examples of "temporary death"? Obviously absence of consciousness is not sine qua non with death. A person could be unconscious, comatose for a long period of time and still not be dead. However, consciousness

has a direct relationship with "existence".

The death timely or untimely, comes in different ways; from old age, from diseases, from injuries. The later two causes are understandable. But why is natural death, from so called "old age". As if the purpose of being alive no longer exists. Scientists say that our human body is programmed to last no more than one hundred ten years. Why and who decided that? To answer this question, one has to look into the life in general.

Millions of years ago, life was formed almost by itself, possibly accidentally in the simplest form of microorganisms. From the very beginning, life had an ambition to sustain itself and make itself bigger and better. Also from the very beginning, it had a haunch that a single organism cannot survive for an indefinite period of time. Therefore there was the basic need to reproduce to preserve the existence of the species. "Procreation is the nearest thing to immortality". Over the next millions of years through the process of evolution, man eventually came into being. Are we at the end of that evolutionary ladder? I think not. While the speed of evolutionary changes has slowed down considerably, the subtle adaptive changes at the subcellular level and in human psyche continues at a certain pace and reflects on our social behavior.

Though morphologically, human being hasn't changed a great deal, the human society has evolved markedly. "There was a coherent development of human societies from simple tribal ones based on slavery and subsistence agriculture, through various theocracies, and feudal aristocracies, up through modern liberal democracy and technologically driven capitalism" (Fukuyoma). This concept was adopted from Hegel and Marx. "Both believed that the evolution of human societies was not open ended but, would end when mankind had achieved a form of society that satisfied its' deepest and most fundamental longings. Both thinkers thus posited an end of history: for Hegel this was the liberal state, whilst for Marx, it was the communist society". Fukuyoma believes that the concept of liberal democracy based on the twin principles of liberty and equality is ultimate and could not be improved upon. Admittedly, there are flaws about implementation of these principles. As Marxism is ended at this time anyway, Hegelian prediction seems to be right. But the struggle for a utopian classless society is far from being over. "Our struggle requires a rupture with the direction in which all the civilization is moving and that this may take as long as five hundred years."

At the level of individual life, death brings the worst fear in human mind. From the days of Socrates to modern times, men invented many theories regarding immortality of soul and after-life which did very little to minimize the fear and anxiety in human mind regarding death. It is interesting that fear of death and thoughts regarding afterlife, is a function of consciousness. That's why lower animals, even primates, do not have any fear about death. Part of the reason is they only live in the realm of 'present' lacking in anxiety and hope of future. It may also be possible that fear and anxiety about death inherited from our ancestors through genetical pathways, hover in our unconsciousness all the time ready to be exposed. According to Socrates, this fear about death is lessened markedly with acquisition of knowledge. The philosopher desires to be relieved from this world. He however, shouldn't take his own life.

Finally, in suicide, fear and anxiety gives way to voluntary annihilation. Suicide is extremely interesting from a biological standpoint because it is exactly opposite of basic survival instinct in life. For that reason, phenomenon of suicide doesn't exist in any other species than human. Though in most situations, grief, jealousy, failure in love, shame, leads to suicide, yet in certain other cases there is no obvious reason but possibly through reflection on the absurdity and meaninglessness of life. "Living naturally is never easy. You continue making gestures commanded by existence for many reasons, the first of which is habit. Dying voluntarily implies that you have recognized, even instinctively, the ridiculous character of that habit, the absence of any profound reason for living, the insane character of that daily agitation and the uselessness of suffering". Camus calls this absurd reasoning. Many people began it, only few kept it to the point of death. Absurd gives way to anguish, forlornness and despair. This in turn, could result in quietism and inaction or existensiatistic outlook towards life. Contrary to quietism, existentialism calls for action. There is no reality except in action. "Man is nothing else than his plan; he exists only to the extent that he fulfills himself; he is therefore nothing else than the ensemble of his acts, nothing else than his life" (Sartre). He is absolutely free (condemned to be free) to make choices based on the probabilities based upon all uncertainties and ethical viewpoints and must act accordingly to define himself. That's why existence precedes essence. Man remains totally responsible for his actions. His future resides in his action, what he makes out of himself. The action taken is not only for oneself but, for the mankind, which also defines his "self". For that reason, existentialism is humanism. Still, at the end, man is alone in the universe, his being finitely defined, in the matrix of time and space, by his deeds, his existence. There is only nothingness before and after his existence.

CHANGE -- LIFE AND ETERNITY

Ranen Sinha

When I was a child I did not want to remain as a child -- I wanted to grow up and do the things grownups did. Changes did come to my life -- one after another -- some were drastic, some were pleasureable, some were painful. I started living in the future, thinking about the past as little as possible. In those days I really did not learn to live in the present. Then I moved fast into life always craving a better and better future. As I finished my education, got a good job, got married and had children, I wanted stability with a big S in my future life. I wanted to have a permanent job, to live in a stable, prosperous and peaceful country, with a happy family, and a good pension for my old age. Having gotten most of these in Canada, suddenly I was not looking for any serious change. In my thinking stability became the norm, change was the exception. Years went by. Now as I am retired and living quietly in the last part of my life it has become clear -- even if my ego resents such thoughts all the time -- that I really have to say goodbye to this stable world of mine and one day die. Looking at my whole life I am convinced that change has been the norm and stability and permanence are exceptions.

This realization brings out several important issues in my life -- particularly about my ego and time. Of course, the most important issue is my consciousness and its relationship with my body, senses, ego and intellect. Nowadays, I feel that ego disproportionately dominates my life and activities. Ego operates with a carrot and stick technique. The carrot is happiness and the stick is unhappiness, the fear of sickness and death of the body. Ego's main operating tool is time -- past, present and future. By comparing everything with everything else, ego always works with dualities such as hot versus cold, pleasure versus pain,

and happiness versus sadness. How I manage time and deal with my unending search for pleasure with the use of comparisons and dualities largely determines how happy and peacefully I shall live in this body. At death, of course, all such pleasure comes to an end. We talk about death but we do not feel about it for there is no way of doing so, for us the mortals.

As I read about the lives of great spiritual seers, I seem to realize the clue to happy living is to live with a feeling of unity with everything else around while experiencing a sense of timelessness. Normally I am so involved with time in everything I do that it is difficult to develop this new habit of time-free, neutral living. Living without time is to live only with the present and a vague awareness of eternity. Through awareness of one's own consciousness one can realize that it is one with the consciousness of all other things in this world and beyond. In this type of living there is no past or future, no birth or death, or fear of sickness. Everything inside and outside oneself, from the standpoint of spiritual consciousness, is one and the same or non-dual entity. This type of living in the present can be compared with a jet plane taking off to eternity from the runway of the present -- the jet crashes if it lands before (past) or overshoots the runway (future).

Now the question is now to achieve this sense of timelessness. How to take off from the runway? There is only one way -- through injunctive and intuitive knowing -- not through book knowledge or "map knowledge" (e.g. visiting Paris by imagining from a map or a slide show rather than actually going there and experiencing the wonders of the city). Normally we acquire practical knowledge indirectly and intellectually with the help of our senses, mind and intellect, other people's experience, or through scientific proof. What we

call a verifiable truth is really relative truth -- it is not the unverifiable knowledge of one's own direct personal experience. All so-called "truth" is only true until more facts are revealed. While we spend so much of our energy in establishing such "truths" in law, science, journalism, business or politics, these are all simply temporary shifting things. We hold a set of these in one place at one time by applying correspondence and coherence to other contemporary events. There is nothing wrong in this approach as long as we do not believe that we are dealing with the real and absolute truth. Just read carefully when you read the newspapers with examples of how lawyers and scientists are, at any moment, so sure that they have the truth.

The way is the unverifiable way of knowing. Intuitive knowledge -- or truly one's own private way of knowing -- is one's own direct experience of everything instantly. It is like being aware of the electrical energy in a light bulb and thinking about it as exactly the same energy found in a flourescent lamp or a hydroelectric generator. The main hurdle in using this type of direct experiential knowledge is that it is not transferable from one person to another. Even the great saints and gurus cannot pass this type of knowledge on to you or me. No human mouth can describe it. That feeling of eternity which we are told is timeless gives us a fearless and deathless experience of permanent happiness. It is also not transferable. You have to find it yourself -- no one can give it to you.

Another unique aspect of absolute truth is that it is the same consciousness of non-dual unity with everyone and everything in the universe. The huge cosmic objects of the universe and the smallest particle of sand are one and the same thing and experience of this consciousness comes instantly. At that point, parts become whole and the whole becomes

Is This Really an Article?

Neil Ghosh

For the last few weeks I have been thinking what I wanted this article to be about. I had many ideas but I did not feel any of them were good. It might not be much but something is always better than nothing is. Alas this is the best I could do.

It has been four years since an article of mine appeared in the Agomoni. The last four years have gone by so fast. Everything just seems like such a blur. I often felt as if something was missing from life. After going to India last year I realized that the main thing missing from my life was life itself. I couldn't believe how laid back most of the people there are. It was wonderful to finally have the time to sit and think about things instead of being worked like a machine. For some reason life has become unbelievably fast in this part of the world. People have no time for anything. It seems that not very many people here know how to sit back, relax and enjoy life. We seem to be just a bunch of machines, or "mechanical animals." My experience of India showed me that the people there understand and appreciate life a lot better than we do. If North Americans were happy with their lives then why is there such an emphasis on religion in the work place. So many people here are unhappy with their lives that they have finally started realizing that there is more to life than just work. A fact people in India already seem to be aware of. If I had the opportunity to hop on a plane and leave for Calcutta tomorrow, I would without ever regretting it. When I was there last summer I felt very at home. As I walked through the streets I felt very safe, a feeling that I have never felt here. The splendid artwork and creativity of the various temples I saw amazed me and I was bewildered that such places could remain tranquil with so many people passing through them everyday. It is no wonder that so many people have been influenced by Indian culture all over the globe. There is so much life there, something you would never encounter here in this boring, under populated, pathetic excuse for a country. It was an amazing experience and after one year the desire to go back is still burning within me.

Well it seems that I have said quite a bit more than I really wanted to and I guess this sort of has turned in to somewhat of an article (not a very good one but an article nonetheless). I wish I could have entertained you more with my ramblings as I do have a lot more to say but as I said before this was the best I could come up with. I hope everyone enjoys Durga Puja as much as I will. See you... in another four years?

Skyways Travel & Tours

Excellent fares for:
India, Pakistan, Bangladesh,
Africa, Caribbean, Middle East
and Far East

888 Notre Dame Avenue
Winnipeg, Manitoba

Tel: (204) 774-6149 or 774-6216
Fax: (204) 772-3850

Ask for Zafar Rashid
or
Zahra Shoudeywa

With Best Compliments From:

SIMMONS
SIMMONS CANADA INC.

Beautyrest SLEEPSETS / BEAUTYSLEEP SLEEPSETS

HIDE-A-BED
CONVERTIBLE SOFAS

MANUFACTURERS OF FINE BEDDING

PHONE NO: (204) 942-0817
FAX (204) 947-9468

121 GOMEZ STREET
WINNIPEG, MANITOBA
R2W 3J3